পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 265 Sunday, 25 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৬৫ সংখ্যা ❋ ৮ ভাদ্র ১৪৩১, রবিবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নয়া পেনশন নীতিতে সিলমোহর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ নয়া পেনশন নীতিতে সিলমোহর দিয়ে দিল মোদি সরকার। কেন্দ্রের এই নয়া পেনশন নীতির নাম দেওয়া হয়েছে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম। শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পের জেরে উপকৃত হবেন ২৩ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি। জানা গিয়েছে, পুরানো পেনশন নীতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়া এই প্রকল্প। এখানে চাকরির মেয়াদের উপর নির্ভর করবে পেনশনের অঙ্ক। নয়া পেনশন নীতি অনুযায়ী, কোনও কর্মী যদি ২৫ বছর পর্যন্ত চাকরি করেন, সেক্ষেত্রে অবসরের আগের ১২ মাসে তিনি যে বেসিক-পে পেতেন তার ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে পাবেন।

স্বাস্থ্যভবনের বৈঠকেও গলল না বরফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ টানা প্রায় দু সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি চলছে। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সুবিচারের দাবিতে তাঁদের এই আন্দোলন। যদিও হাই কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্য সরকারের তরফে দফায় দফায় কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি না জানা পর্যন্ত তাঁরা কাজে যোগ দেবেন না বলে সিদ্ধান্তে অনড়। শনিবার স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকরা বৈঠক করেন। কিন্তু সেই বৈঠকেও গলল না বরফ। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এবারও তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারে নারাজ।

রাজ্যের হাসপাতাল গুলোর আবেদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ডের জেরে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাজ্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে প্রায় ৭ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা চেয়ে আবেদন করেছে। রাজ্যজুড়ে আঠাশ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিসিটিভির পাশাপাশি নয়শো টি বিশ্রাম কক্ষ এবং ২ হাজার নিরাপত্তা রক্ষী চেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই রিপোর্ট ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে সিসিটিভি চেয়ে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

রাতে কলকাতা শহরের ব্যস্ততম রুটে বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার রাত এগারোটার পরে কলকাতা শহরের ব্যস্ততম কিছু রুটে বাস চালানোর বিষয় ভাবনাচিন্তা করছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী এই বিষয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইজন্যে বালিগঞ্জ-ডানলপ, হাওড়া-গড়িয়া, শিয়ালদা-হাওড়ার মত দশটি রুটকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিফটে ডিউটির জন্যে দুপুর দুটোর সময় যে সব বাস ডিপো থেকে বেরোয় তাদের বেরনোর সময় আরও কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

এসএফআই-র লালবাজার অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার আইনজীবীদের নেতৃত্বে এসএফআই-ডিওয়াইএফ-এর মিছিল বার হল। হাসপাতালে তাণ্ডবের পর বাম নেতা-কর্মীদের তলবের প্রতিবাদে এই মিছিল। কলেজ স্ট্রিট থেকে লালবাজার পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেয় বামেদের ছাত্র সংগঠন।

অসমে পুলিশ হেফাজতে গণধর্ষণ ও অভিযুক্তের মৃত্যু, বিচার হবে তো? ঃ কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ অসমে ১৪ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণ। ধরা পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ হেফাজতেই অভিযুক্তের মৃত্যু! পুকুর থেকে উদ্ধার দেহ। গোটা ঘটনায় সন্দিহান তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, আরও বড় মাথাদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে না তো? গত বৃহস্পতিবার অসমের নগাঁও জেলায় ১৪ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সন্ধ্যেয় টিউশন থেকে ফেরার পথে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে ৩ ব্যক্তি। রাতে নাবালিকাকে বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এর পর তাকে ভর্তি করা হয় নগাঁও জেলার ধিং সরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেন ধর্ষণ করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে। তদন্তে নেমে শুক্রবার তাফুজল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বলা হয়, ঘটনার মূল অভিযুক্ত এই তাফুজল। শুক্রবার রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার ভোর চারটে নাগাদ তাফুজলকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অকুস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেসময় পুলিশ হেফাজতেই মৃত্যু হয় তার। পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী, রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর ভোরবেলায় আমরা ওকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের এক কনস্টেবলের হাত থেকে হাতকড়া ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ও। সেটা করতে গিয়েই পুকুরে পড়ে যায়। সেখানেই মৃত্যু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে পুকুর থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের দেহ। পুরো ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখছেন, অসমে গণধর্ষণ। দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিক মদতের অভিযোগ। একজন গ্রেপ্তার। তারপর তাকে পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্তে নিয়ে যাওয়ার সময় পুকুরে পড়ে তার মৃত্যু। অভিযোগ, বাকি নাম আর ওপরের মাথাদের পরিচয় গোপন রাখার অপারেশন। সব অভিযোগের তদন্ত, ন্যায়বিচার হবে তো? নাকি পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুতেই শেষ? বস্তুত যেভাবে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে, এবং তাঁর দেহ উদ্ধারে যে বিপুল সময় লেগেছে, তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। সেই প্রশ্নই আজ তুলে ধরল কুণাল ঘোষ।

কপিল সিব্বলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার হুমকি আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেছেন তিনি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নবাণের সামনে রাজ্য সরকারের পক্ষ রাখতে গিয়ে একাধিকবার হোঁচটও খেতে হয়েছে। এবার সিনিয়র আইনজীবী তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ড. আদিশ সি আগরওয়াল সিব্বলকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ওই বিবৃতি প্রত্যাহার না করলে বারের সব সদস্যের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কপিল সিব্বলকে। অন্যথায় সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে সিব্বলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের একাংশের বক্তব্য, আর জি করের ঘটনা নিয়ে কোনও সদস্যের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই একতরফা একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন সিব্বল। নিজের ব্যক্তিগত মতামত তিনি প্রকাশ করেছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের লেটারহেডে। ওই বিবৃতিতে আর জি করের ঘটনাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে বলেও দাবি আইনজীবীদের একাংশের। তাছাড়া তিনি একাধারে দোষীদের শাস্তি চাইছেন আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে মামলা লড়ছেন, এতে স্বার্থের সংঘাতের তত্ত্বও দেখছেন অনেকে। সব মিলিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বেশ চাপে সিব্বল।

নবান্ন অভিযানের ডাক একটি রাজনৈতিক খেলা, মন্তব্য ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ''প্রশাসন কী করেছে যে ভয় পাবে? এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক খেলা।'' মঙ্গলবার আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। তবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম মনে করছেন এগুলি সবই রাজনীতি চলছে। তাই এমনই মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট কথা, আন্দোলনে নামানোর জন্য শুধু উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এখন আর বিষয়টি শুধু আন্দোলন নেই, প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। আর জি কর কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে ফিরহাদ বলেন, যা ঘটেছে তা ন্যক্কারজনক। কড়া শাস্তির দাবি সকলে করছে, তাঁরাও চান জাস্টিস। ফিরহাদের আশা, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট দেখছে, খুব তাড়াতাড়ি দোষীরা শাস্তি পাবে। তাঁর কথায়, ''আমি মনে করি বিচার হবেই। শুধু সিবিআইকে অনুরোধ করব তাড়াতাড়ি তদন্ত করতে। আমরা বিচার ব্যবস্থার উপরে বিশ্বাস করছি।'' তবে এই ঘটনা যে শুধু কলকাতা বা বাংলার চিন্তা বাড়িয়েছে তা তিনি মনে করেন না। মেয়রের বক্তব্য, গোটা ভারতবর্ষে এই জিনিস ঘটছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ধর্ষণের খবর আসছে প্রতিদিন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হিংসা এবং ঘৃণার রাজনীতি বাড়ছে। উগ্রতা দিয়ে সমাজে পরিবর্তন আসে না। সমাজ পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এমনই মত তাঁর।

নিরাপত্তার দায়িত্বে ৯৭ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা

নবান্ন অভিযান, নজরে ছাত্র আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ রাজ্যের ছাত্র সমাজ ডাকে ২৭ তারিখ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফের উত্তাল হবে কলকাতা। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, এই মিছিলের আড়ালে বড়সড় অশান্তি পাকানোর ছক কষা হয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই নবান্ন অভিযানের দিন কার্যত 'দূর্গে পরিণত করা হচ্ছে নবান্ন এবং তার চারপাশের এলাকাকে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। ইতিমধ্যে এলাকা পরিদর্শন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওই দিন নবান্ন ও ওই চত্বরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন ২১ জন আইজি এবং ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার। থাকছেন ১৩ জন এসপি ও ডিসি পদমর্যাদার অফিসার। এডিসিপি বা এসিপি পদমর্যাদার অফিসার থাকছেন ১৫ জন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ২২ জন এসি ডেপুটি এসপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকও। এছাড়া ২৬ জন ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার অফিসার-সহ দুই হাজারের বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে সূত্রের খবর। আজ অর্থাৎ শনিবার থেকেই উচ্চপদস্থ কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করতে শুরু করেছেন। বিশেষত নবান্নের আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করছেন তাঁরা।

গোয়েন্দা পুলিশের শীর্ষস্তরের এক সূত্র জানাচ্ছে, আর জি কর ইস্যুতে আগামী ২৭ আগস্ট ছাত্র সমাজের নাম করে ডাকা নবান্ন অভিযানের দিন বড়সড় অশান্তি পাকানোর ছক করা হয়েছে। ঘষেমেজে এই পরিকল্পনাকে নিখুঁত রূপ দিতে মাঠে নেমেছে বিরোধী পক্ষ। ছাত্র সমাজের নামে এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে, বিজেপি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বামেদের একাংশও যোগ দিতে পারে গেরুয়া শিবিরের এই কর্মসূচিতে। বামেদের বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে এবিভিপি ও আরএসএসের ছদ্মনামের প্রোফাইল থেকে পোস্ট করা হচ্ছে এই কর্মসূচির। ওই আন্দোলন থেকে যাতে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা না ঘটে তাই বিশাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আর জি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলা
সিবিআই-কে নথি হস্তান্তর করল সিট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। আর সেই আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নথি হস্তান্তর করে কলকাতা পুলিশের সিট। এদিন সকালে নিজাম প্যালেসে নথি হস্তান্তর করা হয় বলে খবর মিলেছে। আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত চেয়ে গত ২১ আগস্ট কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরই প্রাক্তন সহকর্মী আখতার আলি। তিনি ওই হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার। অভিযোগ, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসার পর থেকেই দেদার দুর্নীতি করেছেন সন্দীপ। এই অভিযোগ তুলে ইডি তদন্ত চেয়ে মামলা দায়ের করেন আখতার আলি। আর জি করে আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ওই মামলার

শুনানি ছিল শুক্রবার। হাই কোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সাফ জানান, আর জি করে দুর্নীতির যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে তার তদন্ত করবে সিবিআই। শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে সমস্ত নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির হাতে তুলে দিতে হবে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমকে (সিট) তথা বিশেষ তদন্তকারী দলকে। শুধু তাই নয়, তদন্ত যাতে দ্রুত হয় সেই নির্দেশিকাও দেয় আদালত। আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যেই তদন্ত সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআইকে বলে সাফ জানান বিচারপতি ভরদ্বাজ। তার ফলে আর গ্রাহ্য রইল না কলকাতা পুলিশের সিটের। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শনিবার সকালে সিবিআইকে নথি হস্তান্তরও করে দেয় সিট। এখন কোন তথ্য সামনে আসে, সেটাই দেখার বিষয়। তবে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড়ের মাঝে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ যে আরও বেশ খানিকটা বিপাকে পড়ে গেল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না বলেই মনে করা হচ্ছে।

আরজি কর-কাণ্ডে নয়া মোড় ৭ জনের পলিগ্রাফ টেস্ট শুরু করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, ২৪ আগস্ট ঃ অপেক্ষার অবসান, আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তে শুরু হল পলিগ্রাফ টেস্টের প্রক্রিয়া শুরু। বয়ানে কেউ মিথ্যে বলছেন কিনা তা এই পলিগ্রাফ টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যাবে। গতকাল শুক্রবারই অনেকের এই পলিগ্রাফ টেস্ট করার অনুমতি দেয় শিয়ালদহ আদালত। সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ-সহ চার চিকিৎসকের পলিগ্রাফ টেস্টের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে ধৃত সঞ্জয় রায়েরও পলিগ্রাফ টেস্ট শুরু হবে। দিল্লি থেকে সিবিআই আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল এই পরীক্ষা করতে কলকাতায় পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সিবিআই সূত্র। সিবিআই যাদের যাদের পলিগ্রাফ পরীক্ষা শুরু করবে তাঁরা হল সঞ্জয় .রায়, আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, নির্যাতিতার সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়া চার চিকিৎসক এবং সিভিক ভলান্টিয়ার যিনি সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে ছিলেন। যেহেতু সঞ্জয় রায় প্রেসিডেন্সি জেলে ভর্তি সেজন্য তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরে পরীক্ষা করছে সিবিআই। এদিকে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সিবিআইয়ের কাছে জমা দিল সিট। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে সিট। নবান্ন তথা মুখ্যমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত মিছিলে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৭ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের উদ্যোগে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। আরজি কর ধর্ষণ-হত্যা মামলার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুক্রবারও টানা ১৪ দিনের মতো তাদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চিকিৎসকের অভাবে রোগীদের সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

পড়ুয়ারা কেন মিছিলে? হাওড়ার ৩ স্কুলকে শোকজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক মৃত্যুর প্রতিবাদে ফুঁসছে প্রায় গোটা দেশ। মিছিলে শামিল আট থেকে আশি সকলেই। মিছিলের পরই হাওড়া জেলা স্কুল পরিদর্শকের নোটিস পেল হাওড়ার তিন স্কুল। হাওড়ার বালুহাটি হাইস্কুল, বালুহাটি গার্লস হাইস্কুল এবং ব্যাঁটরা রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওই নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন গত শুক্রবার স্কুলের সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা মিছিলে শামিল হয়েছিলেন? কয়েকজন পড়ুয়াকে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হয় বলেও নোটিসে প্রশ্ন তোলা হয়। তার ফলে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে নোটিসে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ জানাতে হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শক। শুরু হয় অবশ্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে। স্কুল চত্বরের বাইরে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা যোগ দিতে পারবে না বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশ জারি করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডিআই (স্কুল)। শুক্রবার এক ধাপ এগিয়ে স্কুল শিক্ষা কমিশনার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল ক্যাম্পাসে 'কর্পোরাল পানিশমেন্ট 'যে নিষিদ্ধ তা মনে

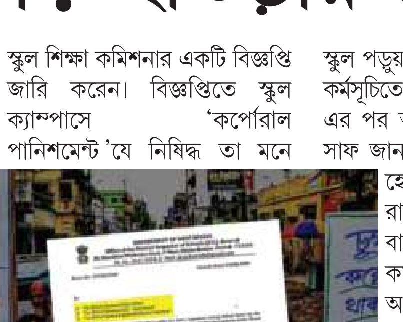

করিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, স্কুলের শিক্ষক থেকে অশিক্ষক কর্মী কেউই পড়ুয়াদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করতে পারবেন না। বিজ্ঞপ্তির শেষলাইনে জানানো হয়, স্কুল পড়ুয়াদের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ানো যাবে না। এর পর শুক্রবার নবান্নের তরফে সাফ জানানো হয়, রাস্তা অবরোধ হোক বা মিছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বা মদতে হওয়া কোনও কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা অংশ নিতে পারবে না। নবান্নের নির্দেশ, এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও ঘটলে তা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে। এবং যাঁরা করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে হবে। এই নিয়ে জেলাশাসকদের আলাদা করে সতর্ক করেন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। স্পষ্ট বার্তা দেন, রাস্তা অবরোধ-সহ একাধিক কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়াদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা হবে না।

কোথায় এমন ঘটছে তা খুঁজে বের করে এই প্রবণতা ঠেকাতে হবে। কড়া পদক্ষেপ করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। নবান্নের নির্দেশ, স্কুল শিক্ষাদপ্তরের কর্মসূচি ছাড়া অন্য কোনও কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারবে না কোনও পড়ুয়া। এমনকী, স্কুলের বাইরেও এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। কোথাও এমন কী ঘটছে, তার উপর খোঁজ রাখতে হবে জেলা প্রশাসনকে। আর এই নির্দেশিকার পরই হাওড়ার তিন স্কুলকে নোটিস পাটানো হয়েছে বলে খবর।

ভারত নিরপেক্ষ নয়, শান্তির পক্ষে

যুদ্ধ বন্ধে জেলেনস্কিকে পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আর কামানের গর্জনের মধ্যেই ঐতিহাসিক ইউক্রেন সফরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিয়েভে পৌঁছে বৈঠক করেছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। ভারত নিরপেক্ষ নয়, শান্তির পক্ষে। আর এই শান্তি ফেরাতে জেলেনস্কিকে পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসার 'আলেচনা' পরামর্শ দিয়েছেন মোদি। যদি দুদেশ বৈঠকে বসে তাহলে সবরকম সাহায্য করবে দিল্লি। ইউক্রেনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে কথা দিয়েছেন নমো। চলতি বছরেই রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। আলিঙ্গন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে। যা নিয়ে নমোকে তোপ দেগেছিলেন জেলেনস্কি। কিন্তু এই সফরে মোদি-ম্যাজিকে মুগ্ধ তিনি। অতীতের তিক্ততা ভুলে যুদ্ধ বন্ধে তাঁর ভরসা মোদিই। শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষত চিহ্ন ঘুরে দেখেন নমো। স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেদনা প্রকাশ করে নিষ্পাপ শিশুদের যুদ্ধের বলি হওয়ার জন্য। এর পরই বৈঠকে বসেন দুই রাষ্ট্রনেতা। বিশেষ সূত্রে খবর, আলোচনায় ভারতের অবস্থান নিয়ে মোদি জানান, আমরা নিরপেক্ষ নই। প্রথম থেকে আমাদের একটাই পক্ষ। আমরা সব সময় শান্তির পক্ষে। আমরা বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছি। যেখানে যুদ্ধের কোনও স্থান নেই। আমাদের দেশ মহাত্মা গান্ধীর দেশ। যিনি গোটা বিশ্বকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও সমাধানের পথ মেলে না। বৈঠক ও কূটনীতির মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা দরকার। ভারত এই বিদেশনীতিতেই বিশ্বাসী। আর এই অবস্থান থেকেই এদিন জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়ে মোদি বলেন, এই যুদ্ধ থামাতে কূটনৈতিক স্তরে বৈঠক প্রয়োজন। আপনি যদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেন তাহলে সাহায্য করবে ভারতও। আমি বন্ধু হিসাবে কথা দিচ্ছি। পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতেও আমি বলেছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও কোনও কিছুর সমাধান মেলা সম্ভব নয়। ভারত ইউক্রেনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে। রাষ্ট্রসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে সব দেশের ক্ষেত্রেই আমাদের এটা মেনে চলা উচিত।

মমতার পুলিশ 'টুলকিট' তৈরি করে 'ফেক নিউজ' ছড়াচ্ছে ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ শেষমেষ মমতা পুলিশ 'টুলকিট' তৈরি করে 'ফেক নিউজ' ছড়াতে উদ্যত হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনৈতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, সমাজমাধ্যমে ২৭ তারিখের নবান্ন অভিযানের বার্তা ভাইরাল হতেই হাঁটু কেঁপে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। প্রথমে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত রাত দখলের কর্মসূচি অভূতপূর্ব সাড়া ফেলার পর এবং একপ্রকার জনরোষের মাধ্যমে পরিনত হওয়ার ফলে সরকার ও প্রশাসন এমনিতেই প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। এবার ছাত্র সমাজের অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানের বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ওনার মানসিক চাপ হ্রাস করতে পুলিশ মাঠে নেমে পড়েছে। শুধুমাত্র পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ও নাগরিক সমাজ কে রোখা যাবে না বুঝতে পেরে, মমতা পুলিশ একপ্রকার অনৈতিক পথ অবলম্বন করা আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক জেলার থানা গুলোতে ফেক ফেসবুক প্রোফাইল খোলানো হচ্ছে সিভিকদের দিয়ে। এই ফেক ফেসবুক প্রোফাইল গুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে এই গুলোর মাধ্যমে ২৭ আগষ্ট এর নবান্ন ঘেরাও নিয়ে ভুল ভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো যায়। এর সাথেই এই ফেক ফেসবুক প্রোফাইল ব্যবহারকারীদের ইউআর এল লিংক পাঠানো হচ্ছে কিছু আগে থেকেই সৃষ্টি করা ভুল পোস্ট ছড়ানোর জন্য যাতে নবান্ন অভিযান নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় ও ছাত্র ছাত্রীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়। সিভিকদের ডকুমেন্ট দিয়ে সিম কার্ড তোলা হয়েছে। ওসি-রা টাকা দিয়েছেন রিচার্জ করার জন্য। তার পরে সব ফেক নাম দিয়ে প্রোফাইল খোলানো হচ্ছে।

প্রতিটা জেলার সব জায়গাতেই ডিজি-র নির্দেশে পুরোদমে এই কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। পুরো পৃথিবীতে 'টুলকিট' ব্যবহারে আন্দোলন জোরদার করার নজির রয়েছে, যার মাধ্যমে আয়োলনে যোগদানে ইচ্ছুকদের বার্তা দেওয়া যায়, কী ভাবে অনলাইন বা অফলাইনে তাঁরা আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠতে পারেন। এই প্রথম আন্দোলন রুখতে সরকার ও প্রশাসন 'টুলকিট' ব্যবহার করে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ভেস্তে দিতে চাইছে। আমি ছাত্র ছাত্রীদের ও নাগরিক সমাজকে অনুরোধ করছি আপনারা কোনো ভুয়ো খবরে বিভ্রান্ত না হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলুন ডাক্তার বোনটির জন্যে বিচার আদায়ের দাবি জানানোর জন্য। আমি মমতা পুলিসের ষড়যন্ত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করতে আপাততঃ পুর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুলিশের দ্বারা খোলা ফেক ফেসবুক প্রোফাইলের তালিকা নমুনা হিসেবে সংযুক্ত করলাম। আমার কাছে প্রতিটি জেলার তালিকা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি জেনে রাখুন নিচের তলার পুলিশ প্রশাসনের একটা বড় অংশ আর আপনার পাশে নেই, আপনার জন বিরোধী কার্যকলাপে তাঁরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাদের বাড়িতেও কন্যা সন্তান রয়েছে, তাঁরাও বিচার চান।

ভারত-আমেরিকা একত্রে বিশ্বে কৌশলগত অংশীদারিত্ব উপভোগ করে ঃ রাজনাথ

ওয়াশিংটন, ২৪ আগস্ট ঃ ভারত ও আমেরিকা ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব উপভোগ করে, যা মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে কৌশলগত স্বার্থ এবং উন্নত প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও শিল্প সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান অভিসার দেখা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড জে. অস্টিন তৃতীয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে এক বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমাদের নেতারা একটি চমৎকার রেপো ভাগ করছেন এবং বিশাল ও ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছাড়াও বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করছেন। আমরা নিয়মিত উচ্চ-স্তরের মিথস্ক্রিয়া করেছি এবং এর মধ্যে রয়েছে জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফর, যেখানে তিনি মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ সভায়ও ভাষণ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি বাইডেন জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সফর করেছিলেন। ইতালিতে জি৭ বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফর শেষ, দিল্লিতে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্টঃপোল্যান্ড ও ইউক্রেনে সফল সফর শেষে মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দিল্লির পালম বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমান। বিমান থেকে বেরিয়ে নমস্কার করেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসেন। এরপর গাড়িতে চেপে বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী।দুই দেশ সফরের শুরুতে পোল্যান্ডে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পোল্যান্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হন তিনি। সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন। এরপর মোদী যান ইউক্রেনের কিভে। সেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও দেখা করেছেন মোদী। ইউক্রেন থেকেই দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন, আর শনিবার এসে পৌঁছেছেন মাতৃভূমিতে।

জয়পুরে আত্মঘাতী হেড কনস্টেবল লিখে গেলেন সুইসাইড নোট, তোপ বৃন্দার

জয়পুর, ২৪ আগস্ট ঃ রাজস্থানের জয়পুরে থানার মধ্যেই আত্মঘাতী হয়েছেন একজন পুলিশ হেড কনস্টেবল। জয়পুরের ভানক্রোটা থানার স্টোর হাউসের দায়িত্বে ছিলেন ওই হেড কনস্টেবল। গত বুধবার মুকুন্দপুরা থানার ভিতরে তিনি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ। নিহতের নাম বাবুলাল বৈরওয়া, তিনি জয়পুরের লক্ষ্মী বিহার বৈশালী মার্গ পশ্চিমে ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। ওই হেড কনস্টেবল রেখেই গিয়েছেন একটি সুইসাইড নোট।পরিবারের অভিযোগ, চাপের কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবুলাল। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এসএমএস হাসপাতালের সামনে ধর্না দিয়েছেন হেড কনস্টেবলের পরিবার ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা সিবিআই তদন্ত এবং পরিবারের সদস্যের জন্য নিয়োগেরও দাবি জানিয়েছেন। সুইসাইড ওই হেড কনস্টেবল ৪ জনের নাম লিখে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।শুক্রবার অতিরিক্ত ডিসিপি নীরজ বলেছেন, একজন হেড কনস্টেবল ভাংক্রোটা থানায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমরা যখন তাঁর দেহ মর্গে নিয়ে যাই, তখন তার আত্মীয়স্বজন এবং বিভিন্ন সংগঠনের লোকজন এখানে আসেন। তাদের কিছু প্রশ্ন আছে এবং আমরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি... আরও তাদের অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনায় সিপিআই (এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট বলেছেন, এটি আত্মহত্যা নয়, একটি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড। পুরো ব্যবস্থাই দলিতদের বিরুদ্ধে। চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন। চাকরি পাওয়ার পর কেউ যখন আত্মহত্যা করে, তখন সেটি নিশ্চিতভাবে একটি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড।

বাইকের দৌরাত্ম্য কেড়ে নিল প্রাণ, ক্যানিংয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

ক্যানিং, ২৪ আগস্ট ঃ বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আবারও প্রমাণিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে। দুর্ঘটনায় নিহত যুবকের বাড়ি ওই এলাকাতেই। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের নাম অভিজিৎ সাহা (৩৫)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ১ নম্বর দিঘীরপাড়ের মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল অভিজিৎ। মিলন সংঘের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে বাইক। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় মানুষজন তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ছাত্রীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

তেলিয়ামুড়া, ২৪ আগস্টঃপ্রাইভেট শিক্ষকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ছাত্রীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই। ঘটনা গত বৃহস্পতিবার বিকালে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি এলাকায়। এই বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। করইলং এলাকার বাসিন্দা তথা ইচারবিল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঠরতা সায়নিকা দত্ত জানান।

সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি) প্রধান এলাকাগুলিতে সরকারি প্রকল্পগুলির ১০০ শতাংশ সম্পৃক্তির লক্ষ্যে পিএম-জনমন অভিযান

নতুন দিল্লি (পিআইবি) ২৪ অগাস্টঃ কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে, দেশের ১৯৪টি জেলায় বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি) প্রধান এলাকায় পিএম জনমন অভিযান সংক্রান্ত জ্ঞাপনশিক্ষণ এবং সংযোগ অভিযান (ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন - আইইসি) এবং সুবিধাপ্রাপক সম্পৃক্তি শিবির কর্মসূচি চলছে ২৩ অগাস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম এবং প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে গত পিএমজনমন প্রকল্পের আওতায় চলা প্রকল্পগুলির কাজকর্ম এবং আজ থেকে শুরু হওয়া বিশেষ প্রচারাভিযানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। উল্লেখ্য, জনজাতি গৌরব দিবসে (১৫ নভেম্বর, ২০২৩) ঝাড়খণ্ডের কুন্তি জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম জনমন অভিযানের সূচনা করেন।গত বছর ১০০টি জেলায় এই ধরনের জ্ঞাপনশিক্ষণ এবং সংযোগ অভিযানের আওতায় ছিল ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবরের প্রায় ৫০০টি ব্লকের ১৫,০০০ বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। এবছর পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে - আওতায় থাকছেন ১৯৪টি জেলা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০.৭ লক্ষ পিভিটিজি পরিবার এবং ৪৪.৬ লক্ষ মানুষ। ২৮,৭০০ পিভিটিজি প্রধান এলাকায় ১৬,৫০০ গ্রাম, ১৫,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১০০০ তালুক জুড়ে এই অভিযান চলবে। যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গনা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।পিএম- জনমনের আওতায় চলা প্রকল্পগুলির পরিষেবা প্রান্তিকতম এলাকায় বসবাসরত পিভিটিজি পরিবারগুলির কাছে যাতে ঠিকভাবে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। মূলত, হাটবাজার, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঙ্গনওয়াড়ি, বহু উদ্দেশ্যসাধক কেন্দ্র, বন্ধন বিকাশ কেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ সচেতনা অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সামিল হবেন মাইভারত স্বেচ্ছাসেবক, নেহরু যুবকেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, এনএসএস, এনসিসি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কৃষক উৎপাদক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।এই কর্মসূচির আওতায় পিভিটিজি পরিবারগুলির হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে আধার কার্ড, জনজাতি শংসাপত্র, অরণ্য অধিকার আইনের আওতায় পাট্টা ইত্যাদি। জনধন অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথিও তুলে দেওয়া হবে তাদের হাতে। কারণ, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব নথি অত্যন্ত জরুরি।আদিবাসীদের ভাষায় পিএম জনমন কার্ড বিতরণ করা হবে এই অভিযান চলাকালীন। আয়োজন করা হবে সুবিধাপ্রাপক সম্পৃক্তি শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের। জোর দেওয়া হবে সিকল সেল রোগ পরীক্ষায়। সচেতনতার প্রসারে স্থানীয় ও আদিবাসী ভাষায় তৈরি প্যামপ্লেট, ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। পিএম জনমন সংক্রান্ত বার্তা নিয়ে তৈরি হবে দেওয়াল চিত্র। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কিষান ক্রেডিট কার্ড, কিষান সম্মান নিধি বাবদ অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে এদের কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে জরুরি ভিত্তিতে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক শংসাপত্রও সহজে পেয়ে যাবেন এরা।সমগ্র কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন রাজ্য ও জেলাস্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও আদিবাসী বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সামিল করা হবে এই কাজে। পিএম জনমন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো সকলের পাকা বাড়ি, প্রতি পরিবারে নলবাহিত জল, গ্রামে গ্রামে পাকা রাস্তা, প্রতি পরিবারে বিদ্যুৎ, ছাত্রাবাস, কৌশল বিকাশ কেন্দ্র, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা দল, পুষ্টি, উন্নত জীবিকার বিষয়গুলি নিশ্চিত করা। মূলত ৯টি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পে। এজন্য ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৪,১০৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

স্মরণীয় দিন ২৪ আগস্ট, এই দিনেই জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়েছিলেন মিহির সেন

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে দু'বারের চেষ্টায়. ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন মিহির সেন। মিহির সেনের এই সাফল্যে ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। জওহরলাল নেহরু সেদিন এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তার। কিন্তু মিহির সেন এখানেই থেমে যেতে চাননি। তার দু'চোখে ছিল সাত সমুদ্র পার হওয়ার স্বপ্ন। যার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন সেভেন সিজ'।সেই স্বপ্নেরই ফল ১৯৬৬ সালে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্তী জলপ্রণালী যা 'পক স্ট্রেট' নামে খ্যাত, সেই প্রণালী সাঁতরে পার হওয়া। এই অভিযানের জন্য নৌবাহিনীর বোট ভাড়া করার সব অর্থ তিনি জোগাড় করতে পারেননি। এজন্য মরিয়া হয়ে টাকার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে অর্থসাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। ইন্দিরা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৬৬ এপ্রিল মাসের ৫ ও ৬ তারিখ জুড়ে টানা ২৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট সাঁতার কেটে তিনি পক স্ট্রেট পার হন।আর এই সাফল্য সেদিন মিহির সেনের মধ্যে আরো মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ওই বছরেরই আগস্টের ২৪ তারিখ তিনি ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 'স্ট্রেট অব জিব্রাল্টার' বা জিব্রাল্টার প্রণালী পার হন ৮ ঘণ্টা ১ মিনিট সাঁতার কেটে। এর ফলে মিহির হয়ে.যান প্রথম এশিয়াবাসী তথা ভারতীয়। এর পর সেপ্টেম্বরে তিনি হাজির হন উত্তর পশ্চিম তুরস্কের 'ডারডেনেলস'- প্রাচীন জলপ্রণালীর তীরে।এই প্রণালী এশিয়া মাইনরের সেডুলবাহির ও ইউরোপের গাল্লিপোলি উপদ্বীপের এক প্রাকৃতিক জলপ্রণালী, যা এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থল। চল্লিশ মাইল লম্বা এই প্রণালী মিহির পার হন ১৯৬৬র ১২ সেপ্টেম্বর, ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সাঁতার কেটে। তাঁর এই অবিশ্বাস্য সাফল্য গিনেস বুকে নথিবদ্ধ হয়ে আছে। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান দেয়। তাঁর এই সাফল্যের দিনগুলোর কথা 'অনারেবল সোসাইটি অব লিঙ্কন ইন'এর 'ব্ল্যাক বুক'-এ আজও নথিভুক্ত হয়ে আছে। এ এক বিরল সম্মান।

পাকিস্তানে পুলিশের কনভয়ে রকেট হামলায় নিহত ১১ পুলিশকর্মী

ইসলামাবাদ, ২৪ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের পঞ্জাবে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেল অন্তত ১১ জন পুলিশকর্মীর। গুরুতর জখম হয়েছেন ৭ জন। জানা গিয়েছে, পঞ্জাব প্রদেশের মচকা এলাকায় তল্লাশি অভিযানে বেরিয়েছিল পুলিশের একটি কনভয়। কিন্তু কনভয়ে থাকা দুটি গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কর্মীরা নেমে তা ঠিক করছিলেন। সেই সময় অতর্কিতে রকেট হামলা চালানো হয় । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১১ জনের।হামলা চালানোর পরই সেখান থেকে পালিয়ে যায় আততায়ীরা। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা নওয়াজ শরিফ কন্যা মরিয়ম নওয়াজ। যদিও কোন জঙ্গি সংগঠন এই কাজ করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। কোনও সংগঠন হামলার কথা স্বীকারও করেনি। এই হামলার ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ঐদিকে, এও জানা গিয়েছে, কয়েকজন পুলিশকর্মীকে অপহরণও করতে পারে দুস্কৃতীরা। তাঁদের ছাড়িয়ে আনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশের আইজি উসমান আনওয়ারকে নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী।

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট চলতি সপ্তাহের শেষ দিনেও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ১.৮০ ডলার বা ২.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৯.০২ ডলারে পৌঁছেছে।ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড প্রতি ব্যারেল ১.৮২ ডলার বা ২.৪৯ শতাংশ বেড়ে ৭৪.৮৩ মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

ভারত মণ্ডপমে জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন, ইসরোর সাফল্যকে কুর্নিশ দেশবাসীর

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার দেশজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের পদার্পণএর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথম এই জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করা হচ্ছে। দিনটি উদযাপনের মূল ভাবনা 'চাঁদকে স্পর্শ করা, জীবনকে স্পর্শ করা ভারতের মহাকাশ কাহিনী'। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এই উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।অনুষ্ঠানের সূচনার পর রাষ্ট্রপতি এদিন ইসরোর রোবটিক্স চ্যালেঞ্জ ও ভারতীয় অন্তরীক্ষ হ্যাকাথনের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ডঃ এস সোমনাথ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন বিক্রম ল্যান্ডার সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছিল, তা ছিল সমস্ত ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। আমি টাচডাউনের লাইভ ফুটেজ দেখেছি এবং সমস্ত ভারতীয়দের মতো, অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছি। এই কৃতিত্বকে উদযাপন করার জন্য আমি একধাপ এগিয়ে যেতে চাই এবং প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবসে সমস্ত ভারতীয়কে অভিনন্দন জানাতে চাই, বিশ্বমানের মাইলফলক অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইসরোর যাত্রা অসাধারণ হয়েছে।ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেছেন, ২৩ আগস্ট জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপিত হচ্ছে, চন্দ্রযান ৩ এর ঐতিহাসিক চন্দ্র অবতরণকে স্মরণীয় করে, যা ভারতের মহাকাশ ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী ২৩ আগস্ট দিনটিকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং অবতরণ স্থানটির নাম দিয়েছেন 'শিব শক্তি' পয়েন্ট । এই বছরে দেশব্যাপী জাতীয় মহাকাশ দিবস পালিত হচ্ছে। দেশের মহাকাশ কর্মসূচী গঠনে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপ্রেরণার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, এক বছর আগে, ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট আমাদের চন্দ্রযান ৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম মহাকাশ অভিযানে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবে পালিত হবে।

রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন

মধুসূদন দে(প্রধান শিক্ষক),বাঁকুড়াঃ একদিন ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এসে গৌড় রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছাত্র প্রতিবাদ করল। মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এর পক্ষে একটি সুরক্ষিত রাজধানী দখল করা সম্ভব নয়। ছাত্রটি বলল স্যার, এভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো উচিত নয়। শিক্ষক মহাশয় অবাক হলেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। ছাত্রটি কে কঠোর শাস্তি দিলেন। ছাত্রটি রাগে স্কুল ত্যাগ করেছিল। ছাত্রটি ভেবেছিল প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে কোনো লাভ নেই। ছাত্রটি ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।রাসবিহারী বসু এক মহান বিপ্লবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবীর বিপ্লবী। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র -এই নীতি অনুসরণ করে বিদেশের সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তির উপর আঘাত হেনে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালের ২৫ শে মে। জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার সুবলদাহ গ্রাম। পিতা বিনোদবিহারী বসু। পিতামহ কালীচরণ বসু। তিনি লাঠিয়াল ছিলেন। বিনোদবিহারী বাস করতেন সিমলাতে। পরে তিনি চন্দননগরে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে থাকেন। তখন চন্দননগরে একাধিক বিপ্লবী লুকিয়ে থাকতেন। এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী চারু রায়। তিনি রাসবিহারীকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান হল দেশের স্বাধীনতা। যোগাযোগ হল মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীনের সঙ্গে। বাঘা যতীনের পরামর্শে রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।রাসবিহারী ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক । তিনি লাহোর, অমৃতসর, মিরাট, দিল্লি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সকল বিপ্লবী তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। কখনো এক শিখ পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের বেশে। কখনো তিনি শেরওয়ানি চোস্ত পরা আফগান। কখনো কোট হ্যাট পরা এক ইংরেজ সাহেব। শুধু ছদ্মবেশে নয়, তার নামটাও কতবার পাল্টাতে হয়েছিল। বেশিরভাগ জায়গায় দরবারী সিং ও সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন।রাসবিহারী বসু অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ উপর আক্রমণ করা হয়। স্থানটি ছিল দিল্লির চাঁদনী চক এলাকা। হার্ডিঞ্জ বোমার আঘাতে আহত হলেন। রাসবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। ফিরে গেলেন দেরাদুনে। এরপর তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতা পুলিশ আগেই খবর পেয়ে গেছে।। কিন্তু রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না। অনেকের চোখে পড়ল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ আপন মনে রাস্তার পাশে বারান্দায় বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। এইভাবে তিনি বারবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছেন।১৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী বসু বৃহত্তম পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করলেন ।এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু পরিকল্পনা সফল হল না। কিছু দেশদ্রোহী ছিল এই বিফলতার কারণ। এর ফলে অনেক বিপ্লবীকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।তবু রাসবিহারী হতাশ হলেন না ।তিনি জানতেন বিফলতার সোপান পার হয়ে সফলতার শিখরে উঠতে হয়।রাসবিহারী বসু কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন। এলেন বাংলায় ।শুরু হল নতুন পরিকল্পনা ।কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁর নামে হুলিয়া জারি করা হল। তিনি দেশ ছাড়লেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়লেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি পি.এন .ঠাকুর ছদ্মনামে জাহাজে উঠলেন ।পুলিশ কমিশনার টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গেল। শুরু হয় জাহাজে তল্লাশি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট রাসবিহারীর সামনে এলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না ।জাহাজে বসে রাসবিহারী তখন সিগারেট টানতে টানতে বই পড়ছেন। পুলিশ কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী দেশের বাইরে চলে গেলেন।ড্ড্রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে কোবে বন্দরে নামলেন। জাপান থেকে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। স্থাপন করলেন টোকিও ইন্ডিয়ান লীগ। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম বেজে উঠল। রাসবিহারী এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলেন ।ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানের যুদ্ধে বন্দি ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসু কে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান পদে বসানো হল।কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালের ২ রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন এবং ৪ঠান্ড জুলাই তারিখে রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার পরামর্শ দাতার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াই করার জন্য অস্ত্র। নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। তাঁর মত বিপ্লবীর অসাধ্য সাধনার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সমগ্র এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ২১শে জানয়ারি ১৯৪৫ সালে টোকিওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাস বিহারী ছিলেন অগ্নি যুদ্ধের অগ্নিশ্বর। তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অপরাজেয় রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী আন্দোলন সোনার অক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে।

২৫ আগস্ট ফের মন-কিবাত অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনতে উদগ্রীব দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ আগস্ট, রবিবার মনকিবাত অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ২৫ আগস্ট (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মনকিবাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর তৃতীয় মনকিবাত অনুষ্ঠান। ২৫ আগস্টের মনকিবাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৩তম পর্ব।২৫ আগস্ট, রবিবার বেলা ১১টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মনকিবাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কিবাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

বিরামহীন বৃষ্টি উত্তরপূর্বাঞ্চলে, দেশজুড়ে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আপাতত বৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে বর্ষণসতর্কতা জারি করে আইএমডি।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ২৪-২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব রাজস্থানে আগামী ২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মধ্য মহারাষ্ট্রেও ২৫-২৬ আগস্ট ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। কোঙ্কন ও গোয়ায় ২৪-২৬ আগস্ট, বিদর্ভে ২৪-২৫ আগস্ট এবং মধ্যপ্রদেশে ২৪-২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ছত্তিশগড়েও ২৫-২৬ আগস্ট বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভোট গুরুত্বপূর্ণঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৪ আগস্ট ঃগণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিমত পোষণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্বাচন শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্যই নয়, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস, যা ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে, আবদুল্লাহ পরিবারের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে একটি জোট গঠন করেছে এবং আবারও নিজেদের দেশবিরোধী পরিকল্পনা দেশের সামনে রেখেছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, সম্প্রতি, ন্যাশনাল কনফারেন্স নিজেদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ... কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের এই জোট জাতীয় নিরাপত্তা এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আমি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক পতাকা রাখার বিষয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ঘোষণাকে সমর্থন করেন কিনা... কংগ্রেস পার্টি এবং রাহুল গান্ধী কি ন্যাশনাল কনফারেন্সের এলওসি বাণিজ্য শুরু করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং এর বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে? কংগ্রেসের জবাব দেওয়া উচিত।

পুণে-তে অবস্থান বিক্ষোভ এনসিপি-এসসিপির, শিন্ডে সরকারকে তোপ পওয়ারের

পুণে, ২৪ আগস্ট ঃ বদলাপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার মহারাষ্ট্রে অবস্থান বিক্ষোভে বসল এনসিপিএসসিপি। শনিবার প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন এনসিপিএসসিপির নেতারা। অবস্থান বিক্ষোভে ছিলেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, দলের সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ।শরদ পওয়ার বলেছেন, মহারাষ্ট্রে এমন কোনও দিন নেই যেদিন নারীর প্রতি অত্যাচারের কোনও খবর নেই...সরকারের উচিত এই ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া, সরকার বলছে বিরোধীরা রাজনীতি করছে, এটাকে রাজনীতি বলাতেই বোঝা যাচ্ছে সরকার কতটা সংবেদনশীল হয়। সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, রাজ্যে নারীর প্রতি অত্যাচারের ঘটনা বাড়ছে...মানুষের মধ্যে পুলিশের ভয় নেই। সরকারের নিন্দা জানাই। কেউ কেউ বলেন, যারা বদলাপুরে জড়ো হয়েছিল তারা বাইরের লোক। আমি বলতে চাই তারা সবাই ভারতীয় ছিল। এমন অসংবেদনশীল সরকার আমি কখনও দেখিনি... অপরাধীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন বন্ধ করব না।

সমাজকে উন্নত করতে শিক্ষক মহাশয়ের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ

বাঁকুড়া,২৪ আগষ্টঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব। ক্লাবের সম্পাদক কুন্তল দে এবং সভাপতি প্রশান্ত পাল মহাশয়। এক সাক্ষাৎকারে আমাদের সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান বাঁকুড়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় মানডিহা গ্রামের একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি একজন সমাজসেবী। মানডিহা গ্রামের উদীয়মান সূর্য। শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে ২০১১ সালে মানডিহা জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মানডিহা গ্রাম নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের গবেষণা পত্র তাদের কাছে এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে।শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবে প্রতি বছর সরস্বতী পূজায় দুই দিনব্যাপী ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিনি একজন আবৃত্তিকার। তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় ওন্দা ব্লকের প্রথম স্থান অধিকার করেন। খেলাধুলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসাবে শিক্ষক মহাশয়ের দক্ষতা অতুলনীয়। শিক্ষক মহাশয়ের সমাজকে উন্নত করার নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৭ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২৪ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৮ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২০ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ২০ হাবান, আসামঃ ৭ ভাদ, মুসলিমঃ১৮সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৯ঃ২১ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫৭ঃ০৯।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ০৯ঃ১৭ঃ৫৮(২৪) এবং অস্তঃসকাল ১০ঃ৫১ঃ০৯(২৫)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ পঞ্চমী (পূর্ণা) দুপুর ঘ ০১ঃ৫২ঃ৫৬ দং ১৮৫৩৪২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১১ঃ৫০ঃ১৭ দং ৪৬১৭৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃতৈতিল দুপুর ঘ ০১ঃ৫২ঃ৫৬ দং ১৮৫৩৪২.৫ পর্যন্ত পরে গর রাত্রিঃ১১ঃ৪২ঃ২২ দং ৪৫৫৭১৭.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃগণ্ড দুপুর ঘ ০০ঃ২৪ঃ০৮ দং ১৭৪১৪২.৫ পর্যন্ত পরে বৃদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩২ঃ০৩ থেকে- ১২ঃ৫৪ঃ০৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ১৩ঃ৪১ থেকে- ১০ঃ৩০ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০১ঃ০৫ থেকে- ০১ঃ৩২ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৭ঃ৩২ থেকে - ০৩ঃ৪৮ঃ২৯ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ০৯ঃ৫৮ থেকে - ০৭ঃ০০ঃ২৯ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৫৭ঃ১৫ থেকে - ০৬ঃ৪২ঃ৪৪ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৪৭ঃ৪৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৫ঃ১৯ঃ২৭ থেকে- ০৬ঃ৫৪ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ২২ঃ৩১ থেকে- ০৫ঃ৫৭ঃ১৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৫ঃ৫৭ঃ১৫ থেকে - ০৭ঃ২২ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৪ঃ১০ থেকে- ০৫ঃ১৯ঃ২৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ৪৭২৩১৮ (১০) ৩ পদ চন্দ্রঃ ০১৫১৪২০ (২) ১ পদ মঙ্গলঃ ১২৬৩০৪৮ (৫) ১ পদ বুধঃ ৩২৩২৯৬ (৯) ৩ পদ বৃহস্পতিঃ ১২৪৫২৪ (৫) ১ পদ শুক্রঃ ৪২৯৪৬৩৩ (১২) ১ পদ শনিঃ ১০১৯৪৫১২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৬২৫১৪ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৬২৫১৪ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৫৬ঃ০১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ০৬ঃ১২ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ২০ঃ২৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ৩৬ঃ০৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ২৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ০১ঃ৪৩ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩২ঃ৪৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ১৩ঃ১৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ১১ঃ৪৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৫ঃ০১ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৭৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১১মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ বাড়িতে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মাতৃকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার যোগ।
বৃষ রাশিঃ পরিবারে কারও চিকিৎসার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে।
মিথুন রাশিঃদূরে কর্মরত সন্তানদের খবর না পাওয়ার ফলে মানসিক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।
কর্কট রাশিঃসন্তানদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য পড়াশোনার ফলের উপর প্রভাব পড়তে পারে।
সিংহ রাশিঃ কর্মপ্রার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করতে পারেন।
কন্যা রাশিঃব্যবসায়ীদের আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হতে পারে।।
তুলারাশিঃকর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না।
বৃশ্চিক রাশিঃনতুন সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
ধনু রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর থেকে সাবধানে থাকুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে সাফল্য।
মকর রাশিঃদ্বিচক্রযানের চালকরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।
কুম্ভ রাশি ঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মজীবন ও ব্যবসায় চলতে থাকা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে খুনের অভিযোগ

প্রেমিকের বাড়ি ও ওষুধের দোকানে ভাঙচুর, উত্তেজিত জনতার

সুমন আদক, হাওড়া, ২৪ আগস্টঃ প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে খুনের অভিযোগ। অভিযুক্ত প্রেমিকের বাড়ি ও ওষুধের দোকানে ভাঙচুর করলেন উত্তেজিত জনতার। হাওড়ার বাঁকড়ার মুন্সীডাঙা সর্দার পাড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। পরিস্থিতি

হাওড়া

নিয়ন্ত্রণে আনতে শুক্রবার রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী ও র্যাফ। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা নাসিম সর্দার ভুল ওষুধ সেবনে মারা যান। অভিযোগ ওঠে নাসিমের স্ত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেমিকেরি ওষুধের দোকান থেকে ইচ্ছে করেই ভুল ওষুধ কিনে খাইয়ে নাসিমকে খুন করে। এরপরেই এলাকার মানুষ ভাঙচুর করে প্রেমিকের বাড়ি ও দোকানে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। আটক করা হয়েছে মৃতের স্ত্রীকেও। স্থানীয় বাসিন্দা আকিল আহমেদ সর্দার বলেন, শেখ মোরসেলেমের সঙ্গে মৃত নাসিম সর্দারের স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। যেদিন শেখ নাসিম মারা যায় সেদিন আমরা বিষয়টি জানতে পারি। ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী বিষ জাতীয় কিছু খেয়ে নাসিমের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। অভিযুক্ত মোরসেলেমের একটি ওষুধের দোকান আছে। প্রায় ছয় বছর ধরে সেখানে এই ওষুধের দোকানটি চালাচ্ছে মোরসেলেম। সেখানে একটি ডাক্তারের ডিসপেন্সারি আছে। শরীর খারাপ হলে শেখ নাসিম সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করাতো। সেখানে ডাক্তার যা ওষুধ দিত সেই ওষুধ দিত না মোরসালেম।

মারা যাবার পর বিষয়টি আমরা জানতে পারি। মোরসালেমের সঙ্গে মৃত নাসিমের স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক আছে জানতে পেরে এলাকার বাসিন্দারা মোসেলেমের দোকান ও বাড়িতে ভাঙচুর করে। এলাকায় ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল মৃত নাসিম।

নবান্ন অভিযানের দিন শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ব্যানারে আগামী ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের দিন অশান্তি রুখতে সারা শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নবান্ন অভিযান ঘিরে যাতে আইনশৃঙ্খলা কোনওভাবে বিপন্ন না হয়, সেদিক নজরে রেখে বিরাট পুলিশের বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। জেলা থেকো পদস্থ পুলিশ কর্তাদের কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সেদিন ২১ জন আইজি এবং ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার পরিস্থিতি সামলাতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। ১৩ জন এসপি বা ডিসি পদমর্যাদার অফিসার,১৫ জন এডিসিপি বা এসিপি পদমর্যাদার অফিসা ও ২২ জন এসি বা ডেপুটি এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। ২৬ জন ইনস্পেক্টর সহ ২ হাজারের বেশি পুলিশ থাকবে। মন্দিরতলা, চ্যাটার্জিহাট, শিবপুর, কাজিপাড়া, ক্যারি রোড, শালিমার, বি গার্ডেন এলাকায় কোনও ভাবেই আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন না হয় তার জন্য বেশি সংখ্যার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।

দোষীদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদী মৌন মিছিল নববারাকপুর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের

নববারাকপুর, ২৪ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ডে নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের চরমতম ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক প্রতিবাদী মৌন মিছিল করল নব বারাকপুর সাজিরহাট সোদপুর রোডে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, টিচিং ননটিচিং কর্মচারী, শিক্ষাকর্মীরা। প্রতিবাদী মৌন মিছিল শুরু হয় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শেষ হয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে। মিছিলে পা মেলান শতাধিকের উপর অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র সংসদের সদস্যরা। অধ্যাপক রাজীব দেবনাথ বলেন সারা রাজ্যের সাথে আরজিকর নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা টিচিং ও ননটিচিং কর্মচারী শিক্ষাকর্মীরা। উই ওয়ান্ট জাস্টিস নীর্যাতিতা পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানিয়ে জাস্টিস ফর তিলোত্তমা হাতে প্লাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে এক প্রতিবাদী মৌন মিছিল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে শেষ হয়। সিবিআই তদন্ত ভার গ্রহণ করে দীর্ঘ পথ তদন্তের গতি প্রকৃতি লক্ষ করছি।

দ্রুত তদন্ত শেষ করে এই ন্যাক্কারজনক নারকীয় ঘটনার দোষীদের চরমতম ফাসির দাবিতে প্রতিবাদী মৌন মিছিল। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সুমন দে জানান রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করেছেন দোষীদের চরমতম শাস্তি ফাসি দিতে হবে। সেই পথে দ্রুত সমাধান চাই। নারকীয় ঘটনার প্রকৃত দোষীদের ফাঁসি চাই। আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে মানুষদের দুবার চিন্তা করতে হবে।

সুরক্ষার দাবিতে ১০০ কিলোমিটার পদ যাত্রা আদিবাসী সমাজের

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ সকল মানুষের সুরক্ষার দাবিতে ১০০ কিলোমিটার পদ যাত্রা আদিবাসী সমাজের। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া থেকে শুরু হলো পদযাত্রা। মাজদিয়া থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা শেষ হবে কল্যাণী সীমান্তে । দীর্ঘ ১০০ কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করল আদিবাসী সমাজ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য নদীয়ার আদিবাসীরা বিশ্বশান্তির পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা , প্রকৃতির সুরক্ষা , দেশের সন্তানদের সুরক্ষার দাবিতেই আজ পথে নেমেছে। শুধু নারী নয়,, পুরুষরাও আজ নানা সঙ্কটের মুখে। নিজেদের চেতনাকে জাগ্রত করতে পথে নেমেছে এবার আদিবাসী সমাজ।এ আন্দোলনে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে নয়। নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতরে জঞ্জাল ঘর বেঁধেছে তা অবিলম্বেই পরিস্কার করা দরকার। আর তাই সঠিক শিক্ষা যেন ঘরে ঘরে শুরু হয়। এমন সব দাবি ও লক্ষ্য নিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পদযাত্রার আয়োজন।

ঝুলন্ত সেতু সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ বাসিন্দাদের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ বেহাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বিজড়িত ঝুলন্ত সেতু। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন বাসিন্দারা। এবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলো বাসিন্দারা। গোপালনগর থানার ব্যারাকপুর এলাকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি। তার পাশের ইছামতি নদীর উপর তৈরি করা হয় ঝুলন্ত সেতু। এই সেতু দিয়ে ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে গোপালনগর এলাকার কয়েক হাজার মানুষ দৈনিক যাতায়াত করে। বাসিন্দাদের অভিযোগ সেতু নির্মাণের পর আর কখনো সংস্কার হয়নি। তারা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মাঝেমধ্যে একটু রিপেয়ারিং হয়েছে। চলাচল করতে আতঙ্কের মধ্যে থাকে বাসিন্দারা।

দুই ভাই এ বিবাদ, একজন কুপিয়ে খুন করল আরেক জনকে

প্রীতম সাধুর্খা, মগড়া, ২৪ আগস্টঃ মৃতের নাম রাজেন্দ্র ভগত (২৫) অভিযুক্ত দাদা সিকান্দার ভগতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শনিবার সকাল দশটা নাগাদ চক বাঁশবেড়িয়া মিলিটারি রোডে বাড়ির সামনে দুই ভাই এর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। হঠাৎ সিকান্দার রাজেন্দ্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। হাতে গলায় আঘাতে রক্তাক্ত হয় যুবক। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। মগড়া বোরোপাড়ার একটি নার্সিংহোমের সামনে থেকে পুলিশ তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দেখে জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে যুবকের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুই ভাই এর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। মাঝে মধ্যে অশান্তি হত। কিন্তু নিয়ে তারা জানতেন না। ঘটনার পর অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে মগড়া থানার পুলিশ তাকে এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে। কি কারনে নিজের ভাইকে নৃশংস খুন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

৪৫ জন শিশুকে সফলভাবে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনলো স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং সেন্টার

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৪ আগস্টঃ উত্তরপাড়ার স্পিচ এন্ড হেয়ারিং সেন্টার , একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক অর্জিত করেছে। যেখানে ৪৫ জন বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুকে সফলভাবে সমাজের মূলধারায় আনতে পেরেছে। যারা এখন আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার সাথে একসাথে বিভিন্ন স্কুলে পড়তে পারছে। এই শিশুদের বেশিরভাগই ছিল অটিজমে আক্রান্ত। অটিজম একটি স্নায়বিক বিকাশ জনিত ব্যাধি যাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক করা সম্ভব নয় কিন্তু তাদের আমরা সঠিক থেরাপির মাধ্যমে শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী করতে পারি। এই কাজটি দীর্ঘ ২ দশকেরও ওপর সফল ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় করে চলেছে। এবং তার জন্য এই সংস্থার কর্ণধার শ্রী পঙ্কজ সরকার এবং চেয়ারম্যান শ্রীমতি কাকলি দাশগুপ্ত তাদের সকল বিশেষ শিক্ষক, থেরাপিস্ট, অভিভাবক এবং সকল সহায়ক কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এই বিশেষ মুহূর্তকে উদযাপন করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তারা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক উত্তর ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী, প্রদীপ প্রজ্জলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছেন। উনি বলেছেন একটি বাচ্চাকেও মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা কতটা যে কঠিন সেটা আমরা সবাই জানি। সেই জায়গায় ওনারা ৪৫টি বাচ্চাকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন এটি একটি দৃষ্টান্ত। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় উপস্থিত ছিলেন এইচআর এইচওডি সাজিয়া জাভেদ স্পিচ থেরাপিস্ট দেবাঙ্গনা গোস্বামী ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নীলাদ্রি চ্যাটার্জী।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ আগস্টঃ শনিবার সকালে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ভগবানপুর খালে ক্যানেলটের নীচে থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়, জানা গিয়েছে এদিন এলাকার বাসিন্দারা ভগবানপুর খালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্যানেলটের নীচে দেহটাকে দেখতে পায়, দেহটি খালের জলে ভাসছে। এরপর পুলিশে খবর দিলে শ্যামপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

নিম্নচাপ এবং পূর্ণিমার ভরা কোটালে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত একাধিক গ্রাম

আতঙ্কিত সুন্দরবনের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৪ আগস্টঃ সামনে পূর্ণিমার ভরা কোটাল এবং নিম্নচাপের জোড়া ফলায় সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভেঙে বিপত্তি। নদীর নোনা জলে প্লাবিত একাধিক গ্রাম।আর এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকার বাসিরা।কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত ৮ নম্বর তিলক চন্দ্রপুর এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গোটা গ্রাম আতঙ্কে গ্রাম ছাড়া ৫০ টি পরিবার। জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে ৫০টি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক মাস আগে মুড়িগঙ্গা নদীর প্রায় ১০ ফুটের ও বেশি নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল জোয়ারের জলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই ভাঙ্গন কবলিত নদী বাঁধ মেরামত করা হলেও এবার পূর্ণিমার ভরা কোটাল এবং নিম্ন চাপের জোড়া ফলায় পুনরায় দশ ফুটের মতন নদী বাঁধ ভেঙে গিয়ে এলাকার প্লাবিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতবার নদী বাঁধ ভাঙনের কারণে, এলাকা ছেড়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল এলাকার মানুষরা যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর

পুনরায় আবার তারা ওই এলাকায় বসবাস শুরু করে ছিল। কিন্তু আবারো পুনরায় মুড়িগঙ্গা নদীতে পূর্ণিমার ভরা কোটালের ও নিম্নচাপে জোড়া ফলায় জোয়ারের জলে নদী ভাঙনের কারণে আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনরা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা উষা দাস বলেন, এলাকায় স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ না থাকার কারণে বারবার নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়ে যায় আমাদের এই এলাকা। বিষয়টি নিয়ে বারবার বিভিন্ন দপ্তরেও জানানো ও কোনরকম সুরাহা হয় নি। আমরাই ইতিমধ্যেই আতঙ্কে রয়েছি, আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নদীতে জোয়ারের কারনে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। নদীতে ভাটার পড়ে গেলে আবারো পুনরায় জল নেমে যাবে এলাকা থেকে। সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা আমরা উদ্যোগী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি খুব শীঘ্রই সাধারণ মানুষ এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এই আশা করছি। বিষয় টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা।

৪৮ হাজার গাছের চারা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ আগস্টঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে নিজের গ্রামকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের দরকার। আর তাই বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি নিলো প্রশাসন। শনিবার জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ১২ টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে কয়েকটি ফল গাছের চারা তুলে দেওয়া হলো পঞ্চায়েত সমিতির বহড়ু অফিস থেকে। এদিন এই তুলে দেওয়ার কর্মসূচির সূচনা করেন জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর মোল্লা, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল লস্কর সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ গন।এ ব্যাপারে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক বলেন, জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে আম, সবেদা, লেবু ও জামরুল গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

ছাত্র ও যুবকদের প্রতিবাদ মিছিল

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৪ আগস্টঃ শনিবার কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে ছাত্র ও যুবকদের প্রতিবাদ মিছিল বের হল বাগনানের হিজলক মোড়ে। আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে আজ শনিবার ছাত্র ও যুবকদের একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হল বাগনানের হিজলক মোড় থেকে। এই মিছিলে উপস্থিত ছিল প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকরা। উল্লেখ্য গত ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত পিজিটি মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই রাজ্য ও দেশজুড়ে তীব্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সব স্তরের মানুষের একটাই দাবি এই নারকীয় ঘটনার বিচার চাই, প্রকৃত দোষীদের শাস্তি চাই। আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে বিচার যত থমকে রবে, গর্জন তত তীব্র হবে। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকদের দ্বারা আয়োজিত এই মিছিলের এক আহ্বায়ক শুভেন্দু দণ্ডপাঠ বলেন যে, এই ধরনের নারকীয় ঘটনার মূল অপরাধীদের বিচার না হলে এই অপরাধ সমাজে বাড়তেই থাকবে। আমরা আমাদের পরিবারের যে কেউই এই অপরাধের শিকার হতে পারি। তাই সমস্ত মানুষের আজ এই প্রতিবাদে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে,এই ধরনের অপরাধীদের আড়াল করারও একটা হীন প্রচেষ্টা কেউ কেউ করছে। তাদের ধিক্কার জানাই। আশা করছি, আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা অতি দ্রুত উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেবে। আহ্বায়ক এক শিক্ষক সেখ আজহারুদ্দিন বলেন যে,যতদিন না আসল দোষীদের বিচারব্যবস্থার আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ততদিন অপরাধীরা এই সমাজে ঘুরে বেড়াবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তাও থাকবে না। তাই ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে এই মিছিলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আমরা যোগ দিয়েছি। মিছিলে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্রী অঙ্কিতা মাল বলেন যে, আজ নিজের কর্মস্থলে একজন মহিলা ডাক্তার যদি নিরাপদে না থাকতে পারে তবে সমাজে নারীদের নিরাপত্তা কোথায় আছে।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার দুটি শিশুকে তুলে দেওয়া হলো তাদের অভিভাবকদের হাতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ আগস্টঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার দুটি শিশুকে তুলে দেওয়া হলো তাদের অভিভাবকদের হাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার এ এস আই সুকুমার হালদার জয়নগর টাউনে মোবাইল ডিউটিতে থাকাকালীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মজিলপুর তালপুকুর মোড়ের কাছে দুটি নাবালক শিশুকে একেবারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। তখনই সন্দেহ হওয়ায় ওই শিশুদের জিজ্ঞেসাবাদ করে ডিউটিরত পুলিশ কর্মী জানতে পারেন তাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানার দুর্গাদাসপুর বেউঙিতলা গ্রামে। বর্তমানে তাঁরা থাকে দঃ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানার ফুলতলার আখড়াদ ফাটক এলাকায়। এক জনের বয়স ৯ ও আরেক জনের বয়স ৮ বছর। পুলিশ তাদের জিজ্ঞেসা বাদ করে জানতে পারে তাঁরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তবে কিভাবে কার সাথে তাঁরা এত দূরে চলে এসেছে তা অবশ্য তাদের কাছ থেকে জানতে পারে নি পুলিশ। এর পর ডিউটিরত ওই পুলিশ কর্মী ওই শিশু দুটিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং তাদের মহিলা পুলিশ কর্মীদের তত্বাবধানে শিশু বান্ধব ঘরে রাখা হয়। এরপরে ওই শিশুদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং ওই শিশুদের খাবার, চকলেট সহ খেলনা তুলে দেওয়া হয়। শনিবার সকালে অভিভাবকদের হাতে ও শিশু দুটিকে তুলে দেওয়া হয় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের উপস্থিতিতে। পুলিশের মানবিক এই কাজকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ঐ শিশু দুটির অভিভাবকরা। কিন্তু এত ছোট্ট দুটি শিশু এত দূরে চলে এলো কি করে সেটাই প্রশ্ন থেকে গেল।

কোনো শিশু পাচার কারীর খপ্পরে না পড়ে পুলিশের হাতে পড়ে যাওয়ায় এ যাত্রায় উদ্ধার করা গেল তাদের। তাই উচিত অভিভাবকদের নিজেদের শিশুকে একটু নজরে রাখা।

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং * অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা - মেদিনীপুর

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21501632, GL21647537, GL22435607, GL22854159, GL23154492, GL23269956, GL23664994, GL24827274, GL24925083, GL24937444, GL25410916, GL26088061, GL26112963, GL26283849, GL26404164, GL27287039, GL27299257, GL27589778, GL27702527, GL27716920, GL28019513, GL28033505, GL28034899, GL28383624, GL28384336, GL28856583, GL29242951.

শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-I

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23754313, GL25508754, GL25638453, GL25652537, GL26413242, GL26420937, GL27251622, GL27274949, GL27876539, GL29471896, GL29622291, GL29637623, GL30290107, GL30295251, GL30353241, GL30518696, GL30521452, GL30574639, GL32320479.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা - খড়গপুর

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29314455, GL29323858, GL31103846.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা - মেদিনীপুর

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20933566, GL22839319, GL23069742, GL23392617, GL26695253, GL27377827, GL27393183, GL27701630, GL27718566, GL28020036, GL28685692, GL29057980, GL30429714, GL32515480.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24942804, GL25564551, GL27017974, GL27023873, GL27620614, GL27642308, GL29186880, GL30040962, GL30054226.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কারণ উল্লেখ না করেই যে কোনও বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 25.08.2024
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং * অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, মালদা রথবাড়ি, 1ম তলা, এনএইচ 34, রিমঝিম ফ্যাশনের পাশে, মালদা, পিন 732101, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: চাঁচল-বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - চঞ্চল

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20913262, GL21175635, GL22261914, GL23235910, GL26124277, GL26143536, GL26875164, GL26893398, GL27080755, GL27355719, GL27366349, GL27566068, GL27583140, GL29085867, GL29099141, GL30178849, GL30221373, GL32467945.

শাখার নাম: গাজোল-মালদা জিএল, তালুকা - হাবিবপুর (আরাজিমিছাবাড়ী)

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21680226, GL23464607, GL23585580, GL24029060, GL26497161, GL26510035, GL26589309, GL26589659, GL26611104, GL26612095, GL26695165, GL26707676, GL26718311, GL26735850, GL28043831, GL28056749, GL28396902, GL29020174, GL29029851, GL29048433, GL29375166, GL29378620, GL29543959, GL29551212, GL29568727, GL29650959, GL29661153, GL29760394, GL29763557, GL29771643, GL29771680, GL30119681, GL30137288, GL30226490, GL30588568, GL30628381, GL30706053, GL30834326, GL31117545.

শাখার নাম: মালদা-কালিয়াচক জিএল, তালুকা - কালিয়াচক-1

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26588602, GL26610406, GL30310090, GL30321207, GL30667439, GL30684988, GL30766369, GL30772129, GL30817419, GL30823395, GL30880203, GL30901860.

শাখার নাম: মালদা-মঙ্গলবাড়ি জিএল, তালুকা - পুরাতন মালদা

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26485600, GL26511052, GL28011606, GL28763623, GL29007496, GL29022546, GL29064796, GL29945150, GL29958747, GL30001698, GL30011775, GL31088861.

শাখার নাম: মালদা-মানিকচক, তালুকা - মানিকচক

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25291090, GL27633960, GL28102441, GL29996329, GL30011213.

শাখার নাম: মালদা-নালাগোলা বাস স্ট্যান্ড রোড জিএল, তালুকা - গাজলামপুর

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25787969, GL25813330, GL26580758, GL26609673, GL28755076, GL28813631, GL29159151, GL29176849, GL29697643, GL29707368, GL30954855, GL30966614, GL30983648, GL32202627.

শাখার নাম: মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল, তালুকা - ইংলিশ বাজার

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25789064, GL25812534, GL26514344, GL26539784, GL26939239, GL27073944, GL27985698, GL27992837, GL28744434, GL28756540, GL28779228, GL30228811, GL30258690, GL30277088, GL30455969, GL30484273, GL32484170, GL33304517.

শাখার নাম: মালদা-সামসি রোড জিএল, তালুকা - রতুয়া

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28654964.

শাখার নাম: মালদা সুজাপুর জিএল, তালুকা - কালিয়াচক

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26184422, GL26197740, GL26245643, GL26490751, GL26510557, GL28286765, GL28304448, GL30128968, GL30132312, GL30137268, GL30137367, GL30957324.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কারণ উল্লেখ না করেই যে কোনও বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 25.08.2024
স্থান: মালদা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬৫ সংখ্যা, রবিবার, ৮ ভাদ্র,১৪৩১

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার মামলা হয়েছিল। সেখানে পুতিনকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে পুতিন বিশ্বের আর কোনও স্থান সফর করতে পারেন না। তিনি বিশ্বের যে কোনও স্থানে গেলে তাঁকে গ্রেফতার করাহতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এবারে প্যালেস্টাইন গণহত্যার কারণে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এবারে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারে জি-২০ সম্মেলনের যোগদান করেছে। তার ফলে তাদের শক্তি এখন বলতে গেলে অধিক। তারা আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অবিলম্বে ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে হবে। আন্তর্জাতিক কোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদনপত্র জমা দেওয়া সময়ে বলেছে যে ইজরায়েল যা করেছে তা জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল। ওর গাজায় প্যালেস্টাইনীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইন আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হলোকাস্টের পরে যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। আংশিক বা কিছু ক্ষেত্রে মানবজাতিকে ধ্বংস কর দেওয়ার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। আদালতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কথা বললেও এখনও পর্যন্ত শুনানির দিন ধার্য করা হয়নি। আসিজে রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বোচ্চ আদালত। দ্য হেগে এই আদালতের রায় আগে বহু উপেক্ষা করেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র। ২০২২ সালে মার্চ মাসে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধ এখনও চলছে। সারা রাত ধরে খান ইউনিসে ইজরায়েল হামলা করে চলেছে। তার ফলে সেখানকার বাসিন্দা পালাতে শুরু করেছে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া দিকে। গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি মতে আরও বেশি বলা হয়ে থাকে। সার বিশ্ব জুড়ে যখন ইজরায়েলের বিরদ্ধে প্রতিবাদ হতে শুরু করে দিয়েছে তখন আমেরিকা ইজরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। শরনার্থী শিবিরে হামলা করতে শুরু করেছে ইজরায়েল বাহিনী। ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হাসপাতাল. ধর্মীয় স্থানে এবং শরনার্থী শিবিরে হামাস জঙ্গিরা আত্মরক্ষার জন্য গা ঢাকা দিতে শুরু করেছে। হামাস জঙ্গিদের ধরে দরে মারা হচ্ছে। তাতে সাধারণ মানুষের কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ হামাস জঙ্গিদের পচ্ছন্দ করছে না। তারাই ইজরায়েল বাহিনীকে খবর দিচ্ছে কোথায় হামাস জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। জোর করে হামাস ভয় দেখিয়ে প্যালেস্টাইন সাধারণ নাগরিকদের ভীত করে তুলেছে। তার ফলে ইজরায়েল বাহিনী ৎখন সেখানকার নিরীহ মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন হামাস জঙ্গি সংগঠন থেকে বলা হচ্ছে ইজরায়েল সেনাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা চলবে না। তাদের সাহায্য গ্রহণ করলে মরতে হবে। তার ফলে প্যালেস্টাইন সাধারণ নাগরিকেরা ইজরায়েলের সাহায্য নিতে ভয় পেতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলেন হামাসকে নিশ্চিহ্ন হবে

নিষিদ্ধ সংগঠন কানাডায়

ভারত সরকার থেকে বারবার কানাডা সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন খলিস্তান কানাডায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। খলিস্তান সংগঠন সেখানে অফিস খুলেছে এবং প্রকাশ্যে ভারত বিরোধী পদযাত্রা করতে শুরু করে দিয়েছে। এর পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছিল। এমনকী গোপনে বহু খলিস্তানীদের পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েও সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছিল। শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, পাশপাাশি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে। নয়াদিল্লিকে কৃষক সমাবেশের সময়ে খলিস্তানরা ভারত দখল করার চেষ্টা করেছিল এবং ভারতের রাজধানি নয়াদিল্লি অধিকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে সেখানে খলিস্তান পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সব তথ্য কানাডা সরকারের কাছে রয়েছে। তবুও কানাডা সরকার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছিল নিজ্জরকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু কানাডা সরকার তা করেনি। উপরন্তু নিজ্জর কানাডায় বসে ভারত বিরোধী সংগঠকেশক্তিশালী করার চেষ্টা করে গিয়েছে। এব্যাপারে কানাডা সরকার একেবারে নিরব ছিল। এদিকে কানাডা সরকার থেকে বলা হয়েছে যে হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে দুইজকে গ্রেফতার করতে পারে কানাডা পুলিশ। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে বলে কানাডা সরকার থেকে সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়েছে। খলিস্তানী জঙ্গি নেতা নিজ্জরে খুনর ঘটনা নিয়ে নয়াদিল্লি এবং অটোয়ার মধ্যে টানা পোড়েন চলতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো এই বিষয়ে ভারতের ওপরে দোষরোপ করে বিষয়টি আরও জটিল করে দিয়েছেন। নিজ্জরের হত্যার সঙ্গে ভারতের গায়েন্দারা রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কানাডা সরকার এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করলে ভারত তার দিকে নজর রাখবে এটা পরিস্কার করে দিয়েছে। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছে যে নিজ্জরের হত্যার ঘটনার সঙ্গে ভারত জড়িত ছিল না। তবুও কানাডা সরকার ভারতের দিকে তাক করে দোষরোপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। অটোয়ায় ভারতের হাইকমিশনার সঞ্জয় শর্মা বলেছেন যে এখন তাদের কাছে কোন তথ্য আসেনি। তথ্য আসলে তা বিচার করে দেখা হবে। এদিকে কানাডা থাকা জঙ্গি নেতা লকবীর সিংক লাণ্ডাকে জঙ্গি বলে ঘোষণা করেছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

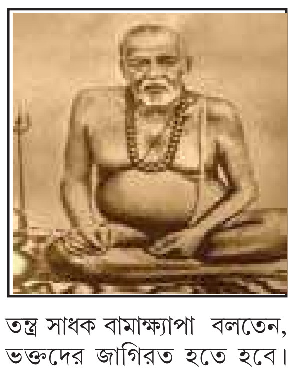

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনায় যেতে হবে।

ভারতের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভ একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব বলেই তাঁর মূর্তি লণ্ডনে এবং কলকাতায় এসে উপস্থিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভ একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব বলেই তাঁর মূর্তি লণ্ডনে এবং কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলায় বিশেষ করে ভারতের ইংরেজ শক্তিকে স্থাপত করার লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তখন কোম্পানি আমল। ইউরোপে তখন ভারতীয় পণ্য নিয়ে বাজার চড়া হতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজ সরকার ইউরোপের বাজারকে দখল করার চেষ্টা করছে। সেখানে ফ্রান্স এবং পুর্তগালরা এসে বাধা দিচ্ছে ইংরেজ বণিকদের। ইংরেজরা পরিস্কার করে বুঝতে পেরেল গেল যে ইউারোপের বাজারে যদি ইংরেজদের টিঁকে থাকতে হয় এবং আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে হয় তাহলে ভারতকে দখল করতে হবে। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের মতও ছিল। যার ফলে ইংরেজ বণিকদের রক্ষা করা জন্য সেনা বাহিনী আসতে শুরু করে। আবার এখানকার নেটিভদের নিয়ে সেনা বাহিনী গঠন করা হতো। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছে। ফলে ইংরেজরা শিল্পের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। ফলে ভারতের বাজার থেকে শুরু করে বব্যসা করার অধিকার লাভ করা দিকে হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এগিয়ে যেতে শুরু করে। উত্তর ভারতের বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। সেই কারণে বাংলা দিয়ে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার পথ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলা ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রবেশ দ্বার। বাংলায় ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লর্ড ক্লাইভের (১৭২৫-৭৪) ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার রাস্তা তৈরি করতে থাকে। লর্ড ক্লাইভ প্রথম প্রবেশ দ্বারটা নির্মাণ করতে দিয়েছিলেন। লর্ড ক্লাভ বুঝতে পেরেছিলেন যে সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে দেশিয় সমাজপতি, ধনী জমিদার সম্প্রদায়দের হাত করা। এটা না করতে পারলে নবাব সিরাজকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে লর্ড ক্লাইভ প্রথমে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে সমাজপতিদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন রাজা নবকৃষ্ণদেব। রাজা নবকৃষ্ণদেব ছিলেন লর্ড ক্লাইভের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি দেশিয় ধনী পরিবার এবং সমাজপতিদের সঙ্গে ইংরেজদের যোগসূত্র রচনা করে দিয়েছিলেন। সিরাজদৌল্লা যখন পলাশিতে এসে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তকন দেখতে পাওয়া গেল কেউ তাঁর াপশে নেই। তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন। তার পলে তাঁরে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে সিরাজকে সমান্য ইংরেজ সেনাদের সম্মুখ সমরে পরাস্ত হতে হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। ইংরেজ কোম্পানিকে বিশেষ করে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর কোনও মূর্তি কলকাতায় ছিল না। ক্লাইভের মৃত্যুর একশো চল্লিশ বছর পরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কলকাতায়। প্রাক্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে পলাশীর নায়ক লড; ক্লাইভের মূর্তি গড়া হয়েছিল। লর্ড ক্লইভের একটি পূর্ণাকারের মূর্ি রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালতে। কলকাতায় অন্যান্য মূর্তিগুলি কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দারা এবং ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক দানে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু লড; ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করতে লণ্ডনে গছন করা হয়েছিল 'ক্লাইভ মেমোরিয়াল কমিটি'। সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে ইংরেজ শাসকেরা বিলাতে লর্ড ক্লাইভের বিচারসভার আয়োজন করেছিল। সেখানে ক্লাইভের বিচারও হয়। লর্ড ক্লাইভের মুর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন ব্রিটিশ শিল্পী জন টুইড। ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ছিলেন লর্ড কলাইভের মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। এই লর্ড কার্জন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন ইনর্মাম পরিকল্পনা এবং আগ্রার তাজমহলকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি শিল্পপ্রেম বোধ ছিল। বড়লাট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে তিনি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেখানেই বলে লর্ড ক্লাইবে দুটি মূর্তি তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডন এবং কলকাতায় লর্ড ক্লাইভের জন্য কোনও পাবলিক মেমোরিয়াল ছিল না। লণ্ডরে একচি অখ্যাত স্থানে লর্ড ক্লাইভের মূর্তি বসানো হয়েছিল। সেখানে গ্রীকো রোমান রীতিতে গড়া ধ্রপদী পোশাক পরানো ক্লাইভ মূর্তি ছিল। এটাকে রাজমিস্ত্রির হাতে গড়া মূর্তি বলে মনে করে লর্ড কার্জন জনসাধারণের টাকায় লণ্ডন এবং

কলকাতায় দুটি মূর্তি তৈরি করার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনাকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে পঞ্চম জর্জ) সমর্থন দিয়েছিলেন। লর্ড ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ভারতে দুটি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। লণ্ডনে ৫ নম্বর পেল মেল প্লেসের পার্শিভ্যাল লেনডেন এবং কলকাতার সিবি বেলি ভারতের এবং ইংল্যাণ্ডের দুটি কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ওই দুই সম্পাদক ক্লাইভের মূর্তি গড়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। কলকাতায় ১১ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিটের গ্রিগুলি অ্যাণ্ড কোম্পানিতে ক্লাই ভ তহবিলের দান গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া কল্যাকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষকেও দেওয়া হয়েছিল চাঁদার তোলার অধিকার। ভারতের রাজা মহারাজা ওব জমিদার শ্রেণিরা ক্লাইভের তহবিনেল অর্থ দান করতে থাকে। তাছাড়া কার্জনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও তহবিলে দান করতে থাকে। কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল তারক খবর জানতে পারা যায়নি। তবে অনুমান করা গিয়েছিল ৩২৭০ পাউণ্ড সংগ্রহ হয়েছিল। তার বেশিও হতে পারে। দুই বছর বাদে জন টুইডুকে মূর্তি গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৯ সালে টুইডুর সঙ্গে ক্লাইভের দুটি মূর্তি গড়ার চুক্তি করা হয়েছিল। ভারত ও ইংল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত অর্থের সাহায্য নিয়ে টুদি মূর্তি এব একটি পোর্টেট মেডালিয়ন' গড়া হয়েছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টারের গির্জায় এখনও 'পোর্টেট মেডালিয়ন' বসানো রয়েছে। টুইডুর দুটি মূর্তি গড়েছিলেন একটি ব্রোঞ্জের আর অপরটি হল শ্বেত পাথরের। লণ্ডনের কিং চার্লস স্ট্রিটে (হোয়াইট হল) বসানো হয়েছিল ব্রোঞ্জ মূর্তিটি। লণ্ডনের ব্রোঞ্জ মূর্তির আদলে তৈরি করা হয়েছিল শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। ক্লাইভ মেমোরিয়াল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কলকাতার কোনও রাস্তায় ক্লাইভের মূর্তি না বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মূর্তিটি রাখা হবে। লর্ড ক্লাইভকে প্রকাশ্য স্থানে বসানোর ব্যাপারে রাজি ছলেন না লর্ড কার্জন। কার্জনের পরিকল্পনায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গড়ে ওঠার আগে ক্লাইভের মূর্তি কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন মূর্তিটি রাখা হয়েছিল বেলভিডিয়ার হাউসে আজকে যাকে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগার বলে থাকি। লর্ড ক্লাইভের মূর্তিটি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে বেলভিডিয়ার হাউসে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অছি পরিষদ। লর্ড ক্লাইভের সংগৃীহত শিল্প সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বেলভিডিয়ার হাউসে। ১৯১৩ সালে ১৬ ডিসেম্বর ওই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন বেলভিডিয়ার হাউসের দ৭িণ প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির বারন্দায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে লর্ড ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়। তখন বাংলার গর্ভনর ছিলেন কারমাইকেল। তিনি এবং বিহরা উড়িষার গর্ভনর স্যার চার্লস বেলি মূর্তি আবরণ উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন। সস্ত্রীক গর্ভনর কারমাইকেল প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এক সময় কলকাতায় লর্ড ক্লাইভের কোনও মূর্তি নেই তা লক্ষ্য করেছিলেন মার্ক টোয়েন। তিনি সরিকতা করে বলেছিলেন যে " এচা সৌভাগ্যের কথা ক্লাইভ আর কলকাতায় ফিরে আসতে পারবেন না। যদি তিনি ফিরেও আসেন তবে ময়দানের ওই এই বিরাট মোমবাতি সুলভ স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে দারু হতাশ হবেন। কারণ, সুউচ্চ ওই স্তম্ভটি পলাশীর স্মারক হিসাবে গড়া হয়নি।" মূর্তি আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ দেও.ার পরে কারমাইকেল বিরা ওেড়িশার গর্ভনর স্যার চার্লস বেলিকে ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আহ্বান করেন। স্যার চার্লস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে ভিক্টোরিয়া অছি পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে স্যার বেলি ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। কারণ বেলিই ছিলেন লর্ড ক্লাইভের অধস্তন কর্মচারি। লর্ড ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচনে যেসব ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আর্ল রোনাল্ডসে (পরে গর্ভনর হন), লর্ড ইসলিংটন, স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরল, সস্ত্রীক প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেংকিন্স, র‌্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (পরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন), প্রিন্স আকবর হোসেন, বর্ধমান ও কোচবিহার ও নদীয়ার মহারাজা, বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, ডেনিসন রস এবং সামসুল হুদা সহ আরও অনেকে। ক্লাইভ মূর্তিটি দাঁড়িয়ে থাকা "সাত সহ এক - দুই" ফুট লম্বা। কর্নেলের পোশাক পরা। বুক খোলা সামরিক কোট ও ব্রিচেস। কোটের নিচে ভেস্ট। ভেস্টের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে রয়েছে পদমর্যাদাসূচক রিবন। মূর্তির হান হাতে ধরা রয়েছে জড়ানো কাগজ-সম্ভবত সেটা বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে পাওয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সনদপত্র। মূর্তির বাঁ াহতে রয়েছে তরবারি। পায়ে হাই বুট। সৈনিকের মতো যথোচিত আত্মনির্ভরতার ছাপ রয়েছে মুখমণ্ডলে। একটু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ডান দিকে। ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করেই কলকাতায় জন টুইডের (১৮৬৯-১৯৩৩) গড়া মূর্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ শিল্পী রে াদ্যাঁর ছাত্র। ইংরেজ ভাস্করেরা যাঁরা রোদ্যার পাখে ভাস্কর্যশিল্পের অনুশীলন করতেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। টুইড ছাড়ারও রোদ্যাঁর কাছে ভাস্কর্য নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন লেডি ক্যাথলিন স্কট এবং লিলি হ্যাভেল। আসলে বাংলার ইতিহালে লর্ড ক্লাইভ একটি বিশাল চরিতর। তাঁকে বহু গবষণা হয়েচে. তঁক নিয়ে নিরোদ সি চৌধুরী বইও লিখে গিয়েছেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করার পথটাকে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। লণ্ডন ফিরেও গিয়েছিলেন। আবার তাঁকে লণ্ডন থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ভারতে। তখন তিনি বারতে এসে ইংরেজ সাসনকে পোক্ত করার পাশাপাশি যে সব সমস্যায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার সমাধান করে যান। লর্ড ক্লাইভ খুবই ভারতীয়দের পচ্ছন্দ করতেন। তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে আত্মরিকভাবে মিশতে পেরেছিলেন বলেই ইংরেজদের বাংলায় সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সময়ে বহু জমিদার বাড়িয়ে উৎসব অনুষ্ঠান হলে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিমন্ত্রণ করা হতো। তাঁরা তখন সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হিন্দুদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন। সেই কারণে লর্ড ক্লাভইভের দুটো মূর্তি।

প্রেমের অভিধানেও উজ্জ্বল জর্জ বিশ্বাস

কৌশিক দাস

প্রেমের অভিধানে মেনে নেওয়া যেমন থাকে, তেমনই থাকে কিছু বিদ্রোহও। তা বাংলা সিরিয়ালের মাপে নয়, তার নিক্তি প্রেমের অভিমান। তাই কিছু অভিমান প্রেমের নিজস্ব বিদ্রোহ। সংসারে তা ঘটে। ঘটে থাকে বৃহত্তর নাটদালানেও। তবে তা ঘটে চরিত্রেরা যদি স হন। কেরানি থেকে গায়ক হয়ে উঠেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ! গান তাঁর জীবনে এসেছিল অনেক পরে মাত্র ৫০টাকায় কেরানি জীবন শুরু করেছিলেন। কোথায় তখন গান? কোথায় কি? সেই সময় জর্জদা থাকতেন ভবানীপুর থানার উল্টোদিকের একটি মেস বাড়িতে। ১৯১১ সালের ২২ অগাস্ট বরিশালে একটি ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম হয়েছিল। কে জানত তাঁর গলায় ভগবান সুরের বৃষ্টি ঢেলে দিয়েছেন। সে ছেলেটি নিজেও জানত না। সে কোনও দিন গান গাইবে, সেটাও ছিল তাঁর ভাবনার অতীত। সে তাঁর মায়ের গলায় গান শুনে শুনে অনায়াসে ছোট্ট বেলাতেই গেয়ে ফেলত গান। গান যেন তাঁর মস্তিস্কে ও মনে গাথা ছিল। আর তাই জন্যই পরবর্তীকালে সে সবার প্রিয় জর্জ বিশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন। জর্জ বিশ্বাস স প্রেমিক ছিলেন বলেই তাঁর তথাকথিত বিদ্রোহটিও সৎ অভিমান-সঞ্জাত। গান তাঁর প্রেম ছিল। প্রেম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রেমের কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানপথের পথিকদের প্রতিও ভালবাসা ছিল তাঁর অগাধ। তাঁদের কারও কারও কাছ থেকে আঘাত পাওয়ায় প্রেমের গায়ে অভিমানের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু তাঁর মন মর্ষকামী। সৎ প্রেমিকের হয় যেমন! ' যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো'! দেবব্রত বিশ্বাসও সিদ্ধান্ত নিলেন, সতীর্থদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবেন না তিনি। অর্জুনও যা পারেননি, জর্জ বিশ্বাস পারলেন। যুদ্ধে গেলেন না। কার্যত নিজের গানকে ঘরবন্দি করে রাখলেন।। প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন গান নতুন শিল্প। তবুও আজও বাঙালি কিন্তু ভুলতে পারেননি তাঁদের প্রিয় দেবব্রত বিশ্বাস বা জর্জদাকে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতেন। ভালবাসতেন। আর তাই তাঁর মতো করে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে চর্চা আর কেউ করে উঠতে পারেননি। তাঁর মতো করে রবি ঠাকুরের গান কেউ ভাঙতেও পারেননি। এ নিয়ে বিতর্ক তিনি বেঁচে থাকতেও ছিল। আজও আছে। অনেকেই আছেন যাঁরা জর্জ বিশ্বাসের গানকে গানই মনে করেন না। তবে তাতে তো আর শিল্পীর অতুলনীয় শিল্প বা গলার সুর তো হারিয়ে যেতে পারে না। এই শিল্পী গায়ক হবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আর সে কথা তিনি নিজে লিখে গিয়েছেন তাঁর লেখা বই 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'-এ। এই বইতে নিজের কথা মন খুলে লিখেছেন তিনি। সেখানেই দেবব্রত বলেছেন, ' হব, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।' তিনি ১৯৩৩ সালে অর্থনীতিশাস্ত্রে এম.এ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বিনা মাইনেতে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। তার ঠিক এক বছর পর তাঁর নাম সরকারি খাতায় ওঠে এবং তিনি মাত্র ৫০টাকায় কেরানি জীবন শুরু করেছিলেন। কোথায় তখন গান? কোথায় কি? সেই সময় জর্জদা থাকতেন ভবানীপুর থানার উল্টোদিকের একটি মেস বাড়িতে। এই সময় তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে ভাইয়ের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনিও আগে ওই জীবনবিমা কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে আসতেন এই অফিসে। তাঁর জন্য আলাদা একটা ঘর রাখা ছিল। এখান থেকেই জর্জকে পছন্দ হয় তাঁর। এবং তিনিই জর্জকে নিয়ে যান ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর কাছে। সেখানে তিনি দেবব্রত বিশ্বাসের গলা শুনে অবাক হয়ে যান। এবং তাঁকে গান শেখাতে শুরু করেন। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'- গানটি তিনি পাশ্চাত্য কায়দায় হারমোনাইজ করে তিনি গান শেখালেন তাঁকে। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে পাঠাতে লাগলেন।

পার্কসার্কাসে ' সম্মিলনী' নামে মিসেস বি এল চৌধুরি প্রতিষ্ঠিত একটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে নানা ধরণের গান শেখানো হত। জর্জ সেখানে যেতে শুরু করলেন। তখন তিনি এটাও জানতেন না 'স্বরবিতান নামের কোনো স্বরলিপি বই আছে। স্বরলিপি কী তা তিনি বুঝতেনও না। তার পর পয়সা জমিয়ে তিনি চারখন্ডের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরলিপি-গীতমালা' কেনেন। এইবার এই বই দেখে দেখেই তিনি গান শেখার চেষ্টা করতেন। সেই থেকেই তিনি রবি ঠাকুরের গানে নিজেকে বাঁধতে শুরু করেন। তবে তিনি সবটাই করতেন খালি গলায়। সুর তাঁর গলায় নিজে থেকেই ছিল। এর পর তিনি শান্তিনিকতনে গিয়ে দেখাও করেছেন রবি ঠাকুরের সঙ্গে। রবি ঠাকুরকে দেখে তাঁর পায়ে মাথা নত হয়ে এসেছিল দেবব্রত বিশ্বাসের। তিনি লিখেছেন, ঠাকুরকে ওইভাবে শান্তিনিকেতনে দেখে মনে হয়েছিল ইনিই স্রষ্টা। তাঁর পায়ে নিজেকে বিলিন করে দিতে পারলেই বোধহয় শান্তি। জীবনে অনেক গান রেকর্ড করেছেন তিনি। নজরুলের গানও গেয়েছেন দেবব্রত। তা নিজেই উল্ল্যেখ করেছেন তাঁর লেখা বইতে। তাই তাঁর জীবনে উথ্থান পতন ছিল চোখে পড়ার মতো।শেষ জীবনে খুব একা ছিলেন জর্জ। তিনি একবার এক বিদেশি বান্ধবীকে লিখেছিলেন, আমার শরীরটায় এক অদ্ভুত রোগের উৎপাত হয়েছে। তাই আমি ভাল নেই। চিকিৎসাও করাতে পারছি না। কবে দেখা হবে জানি না। ওই বিদেশিনি বার বার দেখা করতে চেয়েছিলেন জর্জের সঙ্গে। তাই একথা লিখেছিলেন তিনি। এরপর ওই বিদেশিনি ভারতের গভর্নরকে চিঠি লেখেন, তাতে জানান জর্জের অবস্থার কথা। সেই চিঠি পেয়ে সরকার এসএসকেএম হাসপাতালকে জর্জের সব দায়িত্ব নিতে বলেন। কিন্তু জর্জ চিঠি লিখে না করে দেন। এরপর হঅসপাতালের আরএমও তাঁর বাড়ি চলে আসেন। তখন জর্জ বলেন, এই বিষয়টা নিয়ে যে এত বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বুঝিনি। তারপর তিনি গোটা বিষয়টা তাঁকে বলেন। এ কথা শুনে সেই ডাক্তার হাসতে হাসতে চলে যান। তবে সত্যিই খুব শ্বাসকষ্টে ভুগতেন জর্জ। আর তা ছিল তাঁর জন্ম থেকেই সঙ্গি। আজ তাঁর জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে লেখার তো কোনও শেষ নেই। তবে তাঁর গান চীরস্মরণীয় হয়ে থেকে যাবে বাঙালির মনে। সে বিতর্ক তাঁর গান নিয়ে যতই থাকুক। গাঁ-বাংলার ছবির মধ্যে জন্মেছিলেন। সারল্য তাই তাঁর চিরসখা। ১৯১১ সালে পৃথিবীর আলো দেখা সেই মানুষটি তাই যখন 'আলো' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, যেন বিচ্ছুরণ ঘটত। তাঁর উচ্চারণ, তাঁর গায়কি, তাঁর ভারী কণ্ঠের ব্যক্তিত্ব প্রশ্নের মুখে যে পড়েছিল, তার কারণ বিচ্ছুরণ অনেকের চোখে সহ্য হয় না। বিশেষত, পণ্ডিতম্মন্যদের চোখে তো নয়ই। দেবব্রত বিশ্বাসের ঠাকুরদা কালীমোহন তাঁদের ইটনা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায়। বিতাড়ন আর প্রত্যাখ্যানের সেই আঁচ পোহাতে হয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাসকেও। শৈশবে ইটনা গ্রামের স্কুলে তাঁকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হত। সেই ' পরিবারেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সুরের, গানের, রবীন্দ্রগানের। মায়ের কাছে শুনতেন-শিখতেন ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশের গান। শুরুর সেই ভিত তাঁকে লড়াই করার সঞ্চয় জুগিয়েছিল নিশ্চিত। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলেন। ১৯২৭ সাল। তার পিছনেও অন্য ইতিহাস। কলেজে সরস্বতী পুজোর অনুমতি দিলেন না সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছাত্রেরা আন্দোলন শুরু করলেন। সে আন্দোলন সমর্থন পেল সুভাষচন্দ্র বসুর। আন্দোলনের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ। পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হল। সিটি কলেজ ছাড়ার ডাক দিলেন আন্দোলন সমর্থনকারী নেতারা। কলেজ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় চাকরি গেল কিছু শিক্ষকের। তাঁদেরই একজনের নাম জীবনানন্দ দাশ। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র জোগাড় করতে একটা উপায় ভাবলেন। ব্রাহ্ম পরিবারগুলির কাছে আবেদন জানালেন তাঁদের কলেজে সন্তানদের পাঠাতে। পরিকল্পনা খানিকটা সাফল্যও পেল। সেই সূত্রেই দেবব্রত বিশ্বাস পড়তে এলেন সিটি কলেজে। এর পরের বছরই তাঁর রাজাধিরাজ দর্শন ঘটল। ঠিক এমনই মনে হয়েছিল জর্জের। তাঁর নাম জর্জ হয়ে গিয়েছিল ছোটবেলাতেই। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় যে গির্জার হাতে ছেলেকে সঁপে দিয়েছিলেন বাবা দেবেন্দ্রমোহন, সেখান থেকেই তাঁর নাম দেওয়া হয় জর্জ। কারণ, ইংল্যান্ডের রাজা তখন পঞ্চম জর্জ। ১৯২৮ সালে জর্জের যে রাজাধিরাজ দর্শন ঘটল, তিনি অন্য রাজা- সুরের রাজা, শব্দের রাজা, বাংলা কাব্যগীতির রাজা। রবীন্দ্রনাথ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ভাদ্রোসবে দেবব্রত বিশ্বাস প্রথম দেখলেন তাঁর দেবতাকে। রোগজীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সে সভায় গানও গেয়েছিলেন। এ সৌভাগ্যকে কখনও ভোলেননি দেবব্রত। পরে আবারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কবির। কিন্তু কার্যত দূর থেকে। সে আক্ষেপও ভোলেননি কখনও।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানে জর্জ বিশ্বাস ' শব্দের উচ্চারণ কেমন করে করেন, তা নিয়ে বিশ্ববরেণ্য এক চলচ্চিত্র নির্মাতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনা করছিলেন বরেণ্য এক সঙ্গীত সমালোচক। খানিকটা রঙ্গরসের সঞ্চার হয় সেখানে, যখন তাঁরা দু'জনেই আবিষ্কার করে বসেন যে, জর্জ বিশ্বাস ' শব্দটিকে 'ভওরা উচ্চারণ করেন। শিল্পীর গলায় গানটির একাধিক 'ভার্সন পাওয়া যায়। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমলগান্ধার' ছবির গানে কেউ কেউ ' খুঁজে পান। কিন্তু সেটা কি উচ্চারণ বিকৃতি? না কি বিশেষত্ব? ' উচ্চারণটিও কি বিকৃতি? না কি বিশেষত্ব? এ প্রশ্ন উঠবেই। গোটা গানটির প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে এই বিশেষত্ব রয়েছে। আর তা আছে বলেই বাঙালি জর্জ বিশ্বাসের 'আকাশ ভরা' ভুলতে পারে না। 'ভরা হোক বা 'ভাওরা' ভুলতে পারে না। (ক্রমশ)

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী বর্ষ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ আগস্ট ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ শহর প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে আসছে। তেমনই ১৯৯৯ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদান, পুষ্টির দায়িত্ব নিয়ে চলছে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র। যার রজত জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন শেষ হল ২৪.০৮.২০২৪, শনিবার। শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, পাশাপাশি বিনামূল্যে এখানে চলে যোগব্যায়াম, সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং কম্পিউটার শিক্ষাও। দুবছর আগে প্রকল্পের জন্য হয়েছে আধুনিক ভবন। এইদিন সকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বৈকালিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশন করেন আবৃত্তি, গান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ, সভাপতি ডঃ শিহরণ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি শ্রী সব্যসাচী মন্ডল, অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রী সন্দীপ পাল, শ্রী দীপক সাহা প্রমুখ। রামকৃষ্ণ মিশন, নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজ জানান নবদ্বীপ শহরের বুকে শুরুর দিন থেকে এই প্রকল্পে যে ভাবে সকলের সহযোগিতা মিলেছে তা সত্যি প্রশংসনীয়। আগামী দিনেও সকলের এভাবে সহযোগিতায় আরও এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রশাসনিক বৈঠক করলেন খাদ্য দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ জেলাশাসক ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন খাদ্য দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা। মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক জুয়েল মুর্মু সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক বলেন, বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় প্রশাসনিক ভবনে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আরো কি উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে। বর্তমানে খাদ্য শস্য মজুত রাখার জন্য মালদা জেলায় রয়েছে ২২ টি গোডাউন। নতুন করে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য মজুত রাখার জন্য সামসি এলাকায় নতুন গোডাউন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। এর পাশাপাশি ভুয়ো রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা।

জলের তোড়ে তলিয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ আগস্ট ঃ চাষের কাজ সেরে সস্ত্রীক বাড়ি ফেরার পথে জলের তোড়ে তলিয়ে গেল এক প্রৌঢ়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তলিয়ে যাওয়ার পর শনিবার দুপুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। মৃতের নাম সমর বাউরি (৪৮)। মেজিয়া থানার লক্ষ্মণবাঁদি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা জোড় পার হতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। গত ২ দিন ধরে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ভারি বৃষ্টি জেরে জোড় দিয়ে প্রবল বেগে জলের স্রোত বইছে। জোড়ের ওপারে চাষের জমি থাকায় চাষ আবাদ করতে জোড় পেড়িয়ে যেতে হয় গ্রামের অধিবাসীদের। জোড়ের উপর কোনো সেতু না থাকায় জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এদিন চাষের জমিতে ধান পোতার কাজ করতে গিয়েছিলেন সমর বাউরি এবং তার স্ত্রী ও বৌমা। সন্ধ্যার সময় মাঠের কাজ সেরে জোড় পারাপার করতে গিয়ে স্ত্রী ও বৌমা পার হয়ে এপারে উঠে এলেও জলের তোড়ে ভেসে যান তিনি। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এরপর পুলিশে খবর দিলে অকুস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছায়। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও রাত হয়ে যাওয়ার ফলে তল্লাশি চালানো যায়নি। এদিন সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এসে স্পীড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালায়। বেশ কিছুটা দূরে জোড়ের একটি বাঁকে পাথরের খাঁজে তার দেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার বিহারের এক দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাফল্য পুলিশের। ফের প্রশ্নের মুখে বাংলা বিহার সীমান্তের নিরাপত্তা। বিহার থেকে দুষ্কৃতী এনে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি অভিযোগ তৃণমূলের। রাজ্যের কোথাও কোনো নিরাপত্তা নেই চারিদিকে দুষ্কৃতী রাজ পাল্টা বিজেপি। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত তালগ্রাম হাট থেকে ওই দুষ্কৃতী কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম জাকির হোসেন (৪০)। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুমেদপুর তালগ্রাম হাট এলাকা থেকে পুলিশ ওই দুষ্কৃতী কে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১২ ইঞ্চির একটি পাইপ গান এবং দুটি কার্তুজ। ধৃতের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার আজমনগর থানার মারিয়া এলাকায়। কি উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তি বাংলায় এসে ছিল।

প্রচুর পরিমাণে বেআইনীভাবে কাটা গাছ বাজেয়াপ্ত করল বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঠ মিলে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেআইনীভাবে কাটা গাছ বাজেয়াপ্ত করল বনদপ্তর। আসানসোলের জামুরিয়ার কুয়া মোড়ের ঘটনা। এর পাশাপাশি কাঠ কাটার একটি মেসিন সিল করেছে বনদপ্তর। গোরান্তী বনদপ্তরের বিট অফিসার সুমন্ত দাস জানান বনদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে বেশকিছু বেআইনীভাবে কাটা গাছ এই কাঠ মিলে মজুত ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জামুরিয়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বনদপ্তর অভিযান চালিয়ে সেই কাটা কাঠের টুকরো বাজেয়াপ্ত করেছে। বনদপ্তরের দাবি এই কাঠ মিলে ছোট মেশিন দিয়ে কাঠ কাটার অনুমতি ছিল। কিন্তু বড় মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছিল। তাই ওই মেশিনটি সিল করা হয়েছে। যদিও কাঠ মিলের মালিক রাজেশ ভান্ডারি জানান কাঠ মিলে চালানোর প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে। এমনকি যে কাঠ কেনা হয়েছে তারও নথি রয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ পাইপ লাইনের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেই পেটের টানে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দিতে হয়ে ছিল বছর বাইশের যুবক রাজকুমার সরকারকে। দুর্গা পুজোয় বাড়ি আসার কথা ছিল। কিন্তু ফিরবে নিথর মৃতদেহ। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদ পুর অঞ্চলের সৈদপুরের তরতাজা যুবক রাজকুমার সরকার বিগত তিন মাস আগে কর্ণাটকে পাইপ লাইনের কাজে গিয়েছিল। তার উপার্জন করা টাকা থেকেই চলতো অভাবি সংসার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার দুপুর ৩ টা নাগাদ কর্মরত অবস্থায় ইলেকট্রিক শক লাগে। তার সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সহকর্মীরা ফোন মারফত পরিবারে মৃত্যুর খবর জানায়। মৃত্যুর খবর চাউর হতেই পরিবারসহ এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। রাজকুমার সরকারের পরিবার রয়েছে বৃদ্ধ বাবা জিতেন সরকার (৫৫)। আগে শ্রমিকের কাজ করলেও বয়সের ভারে এখন তেমন কাজ করতে পারেন না। মা উমা সরকার গৃহিণী। এক ভাই শম্ভু সরকার ও বোন সুজিতা সরকার। পরিবার চলতো পরিযায়ী শ্রমিক রাজু সরকারের উপার্জনে। এখন অথৈ জলে গোটা পরিবার। পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।মৃত্যুঞ্জয় পরিযায়ী শ্রমিক রাজকুমার সরকারের বোন সুজিতা সরকার বলেন, দাদা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর থেকেই সংসারে বোঝা টানার জন্য ভিন রাজ্যে কাজে যেতেন। গতকাল পাইপলাইনে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট লেগে মারা যাচ্ছেন। এখন আমাদের পরিবার কিভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। যে কোম্পানি কাজে নিয়ে গেছিল তারা ও রাজ্য সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ালে সুবিধে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা অরুন মন্ডল বলেন, বাড়ির বড় ছেলে ছিল রাজকুমার। সে খেটে সংসার চালাতো।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21122919, GL25557570, GL29652823, GL29660985, GL30844514.
শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26812982, GL26829350, GL26961258, GL26971766, GL29011169, GL29233416, GL29252048, GL29268762, GL29911367, GL29931633, GL30841496, GL32577808.
শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26777105, GL26795938, GL27979545, GL27989919.
শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21176662, GL26861452, GL26867624, GL29031883, GL29048942, GL31003513.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21927650, GL22119266, GL24895609, GL26746726, GL26749173, GL26762852, GL26763541, GL26784148, GL26798054, GL26853824, GL26868455, GL27070299, GL27601669, GL28680904, GL28884777, GL28911789, GL28927768, GL29107805, GL29217167, GL29469070, GL29474848, GL29919632, GL29929586, GL30251160, GL32507177, GL33327919.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26425339, GL26455738, GL26981569, GL26997764, GL27017299, GL27021955, GL30809315, GL30823365, GL32573913, GL32633314.
শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21036842, GL21051583, GL26748137, GL26762720, GL26776939, GL26797759, GL27060627, GL27062380, GL27079834, GL27632365, GL27818728, GL27956812, GL27998201, GL28045084, GL28057667, GL28167835, GL28931047, GL28951115, GL29007826, GL29105836, GL29291471, GL29313535, GL29329102, GL29727532, GL29746469, GL30132196, GL30140958, GL30414547, GL30805084, GL30823845, GL30835408, GL33190688, GL33365223, GL33632364.
শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27824852, GL28895778, GL29155530, GL29856879, GL29873461, GL30780278, GL30798496, GL30895590.
শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21175939, GL27937175, GL27968239, GL27990571, GL29012294, GL29369810, GL29384399, GL30206445, GL30212115, GL30829402, GL31887808.
শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20930076, GL22839868, GL23600476, GL26957064, GL27026323, GL27048243, GL28374556, GL28775354, GL28788481, GL28985420, GL29010351, GL29188871, GL29189881, GL30039543, GL30053789, GL31063387, GL34176650.
শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26903081, GL26915153, GL26928855, GL26930414, GL26943210, GL26944558, GL26958282, GL26968356, GL27076629, GL27232312, GL27246386, GL27658307, GL27673491, GL27839237, GL27868039, GL27890510, GL27897984, GL28002520, GL28281146, GL28301403, GL28499288, GL29035094, GL29046391, GL29164115, GL29164758, GL29393837, GL29404500, GL29461888, GL29479218, GL30169400, GL30172394, GL30189903, GL30190162, GL32881913, GL32885329, GL33109430, GL33213191, GL33989126.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30911010.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21174535, GL22971789, GL23520284, GL24973865, GL27010688, GL27069899, GL27076169, GL27258969, GL27305309, GL27687852, GL27889889, GL28283089, GL29288257, GL29298016, GL30917960, GL30921016, GL30935620, GL31029865.
শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21022088, GL21032390, GL22465421, GL25867911, GL25877256, GL26483011, GL26502158, GL26502769, GL26509986, GL26511328, GL26512785, GL26833817, GL26835122, GL26842848, GL26843621, GL26953921, GL26971663, GL27025569, GL27050072, GL27075973, GL27079391, GL28436225, GL28454046, GL28687854, GL28688843, GL30786172, GL30799286, GL30814112, GL30823857, GL30831771, GL30853549, GL31091743, GL33481579, GL33566736.
শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21148304, GL21158540, GL22839817, GL26598145, GL26612257, GL27078753, GL27082952, GL27435892, GL27453042, GL27676450, GL27728137, GL28091694, GL28288099, GL28382625, GL28610407, GL28874622, GL28898824, GL28981189, GL29017854, GL29154864, GL29214541, GL29697373, GL29707001, GL30273792, GL30868562, GL31001082, GL33356322.
শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28233976, GL28245276, GL31037419.
শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21027261, GL21030291, GL26781142, GL26792142, GL26835842, GL27071372, GL27079304, GL27089348, GL27986504, GL27993218, GL28369024, GL28983013, GL28984797, GL29001574, GL29035476, GL29046624, GL29055598, GL29071652, GL29184876, GL30961122, GL30966779, GL33066408, GL33371333.
শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর ২৪ পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27081605, GL30040023, GL30053185, GL30267227, GL30278109, GL30286114, GL30781793, GL30798852, GL30915796.
শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20015291, GL21077593, GL27577635, GL28391695, GL29010174, GL29090130, GL29106362, GL29166892, GL29174856, GL29262905, GL29271303.
শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - পারসিবাগান
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28968678, GL28993986, GL29004721, GL30791711, GL30797814.
শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21029323, GL28989205, GL29267337, GL30910294, GL31019101, GL31045600.
শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23604427, GL28824434, GL28841871, GL29211295, GL29914501, GL29932119, GL30000855, GL30011634.
শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26889480, GL27915659.
শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21798498, GL28020411, GL29012497, GL29026136, GL29286719.
শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21403105, GL21721490, GL22882047, GL26756411, GL26763637, GL26906532, GL26916041, GL26919478, GL26942445, GL27064428, GL27884520, GL27900620, GL28013847, GL29060797, GL29073907, GL30846430, GL30893823, GL30901259.
শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24301436, GL28934682, GL28952715, GL30147717, GL30154852, GL30161475, GL30161908, GL30887893, GL30889679, GL30901460, GL30991145, GL31012985, GL31106342, GL31114586.
শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27073530, GL27080780, GL27087843, GL29146682, GL29316218, GL29324841, GL29989911, GL30011129, GL30031122, GL30055060, GL30933483, GL32603926.
শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21484673, GL22474928, GL22486540, GL26753466, GL26758760, GL27648068, GL27669555, GL27730056, GL27747495, GL28438196, GL29126188, GL29171102, GL29244917, GL29398033, GL29406119.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **25.08.2024**
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হুগলি-ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড, ব্যান্ডেল পাঞ্জাবি পাড়া, পো-ব্যান্ডেল, নিচতলা, জেলা- হুগলি, পিন- 712123**

শাখার নাম: হুগলি-আরামবাগ, তালুকা - আরামবাগ
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20961309, GL20985450, GL21806515, GL21814952, GL22897805, GL25611609, GL25626686, GL26537512, GL26581380, GL26607061, GL26720548, GL26734019, GL26784601, GL26788503, GL26793780, GL26797288, GL26839016, GL26871962, GL26893044, GL26920981, GL26922869, GL26958340, GL26972210, GL26990695, GL26993187, GL26997284, GL27073261, GL27636812, GL27638397, GL27812675, GL27827922, GL27894336, GL28579824, GL28697935, GL28723870, GL28962507, GL28975088, GL29690153, GL29766597, GL29968613, GL29983192, GL30001174, GL30357479, GL30784059, GL30797376, GL31112933, GL31258363, GL31591841, GL32685442.
শাখার নাম: হুগলি-বৈদ্যবাটি জিএল, তালুকা - সিঙ্গুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22323710, GL22760776, GL23246519, GL26529163, GL26530422, GL26667011, GL27802423, GL28539759, GL28581677, GL28824599, GL28986052, GL29001854, GL29027628, GL29047823, GL29134859, GL29150182, GL29156054, GL29175887, GL29260734, GL29277632, GL29754893, GL29771621, GL29996823, GL30007720, GL30049211, GL30054987, GL30220244, GL30310491, GL30320488, GL30606538, GL30628375, GL32781108.
শাখার নাম: হুগলি-ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27346942, GL27366050, GL27851693, GL28532817, GL28555959, GL30383909, GL30977258.
শাখার নাম: হুগলি-চন্দন নগর, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21035607, GL21280793, GL22698728, GL24044334, GL24336857, GL24638619, GL25062138, GL25507700, GL25766097, GL25834589, GL25860388, GL26488306, GL26840897, GL26843107, GL27031095, GL27046731, GL27083096, GL27088977, GL27103861, GL27110489, GL27739456, GL27793545, GL28185775, GL28280836, GL28291882, GL28328394, GL28392864, GL28436493, GL28534295, GL28556412, GL28651387, GL28656732, GL28669984, GL28682969, GL28717655, GL28945974, GL28956804, GL29023789, GL29516989, GL29981861, GL30442208, GL30666574, GL30685219, GL30754793, GL30761743, GL30870814, GL31148413, GL31402862, GL31437625, GL31448934, GL31455444, GL31571216, GL31730210, GL32201825, GL32446340, GL32737648, GL32810770, GL32928412, GL33259065, GL33344383, GL33484394, GL33773762, GL33947822.
শাখার নাম: হুগলি-চুঁচড়া জিএল, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22301118, GL22753461, GL22804864, GL26619497, GL26641760, GL26749801, GL26761654, GL27814544, GL27828239, GL27836468, GL27862510, GL27905160, GL27927257, GL28375368, GL28419481, GL28438696, GL28454738, GL28750897, GL28751438, GL28755743, GL28891572, GL28898147, GL29212007, GL32618416.
শাখার নাম: হুগলি-ডানকুনি জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21104068, GL21114483, GL21173746, GL21866606, GL26655278, GL26679593, GL30869527, GL31066097.
শাখার নাম: হুগলি-জে কে স্ট্রিট উত্তরপাড়া, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23176644, GL25320245, GL25332716, GL25614752, GL25627312, GL26717838, GL26735306, GL26831429, GL26844120, GL26960417, GL26972054, GL27054357, GL27861555, GL28201176, GL28661492, GL29143626, GL29163844, GL29183457, GL29196006, GL29201098, GL29915623, GL29932198.
শাখার নাম: হুগলি-কোননগর, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22268350, GL22482385, GL23039358, GL23603022, GL23641640, GL23934470, GL24537842, GL25019106, GL25033136, GL25088796, GL25089774, GL25267223, GL25644677, GL26015147, GL26437942, GL26948582, GL27007200, GL27021965, GL27070517, GL27398949, GL27406454, GL27424707, GL27428656, GL27443238, GL27527514, GL27722374, GL27780507, GL27903960, GL27935580, GL27983777, GL27991917, GL28143923, GL28155367, GL28236378, GL28246474, GL28260898, GL28294237, GL28449476, GL28593702, GL28716684, GL28796269, GL28816886, GL28941445, GL28966781, GL28976195, GL29037540, GL29145729, GL29168936, GL29175064, GL29271385, GL29999395, GL30008002, GL30176820, GL30177198, GL30177511, GL30178406, GL30312757, GL30320441, GL30390380, GL30518820, GL30578282, GL30617969, GL30702844, GL30769836, GL30771593, GL31621442, GL31973778, GL31976781.
শাখার নাম: হুগলি-রিষড়া জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22668711, GL22754315, GL23871093, GL26406121, GL27597340, GL27612110, GL28493290, GL29064126, GL29070582, GL29287789, GL30804362, GL30823698, GL31018165, GL31045706, GL32649816.
শাখার নাম: হুগলি-সিঙ্গুর নাতুন বাজার জিএল, তালুকা - চন্দননগর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24896724, GL26080496, GL26113561, GL28473394, GL30956931, GL30966173.
শাখার নাম: হুগলি-তারকেশ্বর জিএল, তালুকা - চন্দননগর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21178074, GL25454009, GL26057043, GL26073871, GL26576910, GL26610151, GL26963601, GL26971549, GL27491455, GL27675588, GL27820222, GL29360705, GL29379967, GL30099327, GL30099486, GL30103585, GL30113950, GL30113963, GL30115028, GL33702402.
শাখার নাম: পান্ডুয়া-জিএল, তালুকা - পান্ডুয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20857716, GL21418239, GL21432788, GL21849754, GL26957616, GL26970446, GL29040386, GL29040728, GL29135753, GL29150411, GL29171955, GL29175186, GL29243389, GL31086125, GL32685058, GL32758071.
শাখার নাম: শ্রীরামপুর-হুগলি শেওড়াফুলি নবগ্রাম, তালুকা - চন্দননগর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22030161, GL22419736, GL25366126, GL25837985, GL26749476, GL26761568, GL28187877, GL28461774, GL28477947, GL30867075, GL30910402, GL31000405, GL31064209.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **25.08.2024**
স্থান: হুগলি

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23817066, GL25913290, GL25940684, GL26085302, GL26093763, GL26113012, GL26114113, GL26854812, GL26867968, GL26980253, GL27000137, GL27292551, GL27301118, GL27751804, GL27775365, GL28804022, GL28815980, GL29274456, GL29310975, GL29326950, GL29531968, GL29546251, GL29566094, GL29999336, GL30007781, GL30123960, GL30137654, GL30142467, GL30163884, GL30241205, GL30257135, GL30298065, GL30320263, GL30523647, GL30542779, GL30884159, GL30900902, GL30916409.
শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23337788, GL23845245, GL24026371, GL24188486, GL25245765, GL25480509, GL25492813, GL25674425, GL25884534, GL25889128, GL25906324, GL26104829, GL26106793, GL26297475, GL26307679, GL26483873, GL26512435, GL26557166, GL26557597, GL26574062, GL26574254, GL26855665, GL26868513, GL26939283, GL26945386, GL27437031, GL27452627, GL27490460, GL27587943, GL27604152, GL27753757, GL27834712, GL27974185, GL28287790, GL28484020, GL28500039, GL28823229, GL28841577, GL29068057, GL29072633, GL29235888, GL29252710, GL30049400, GL30064551, GL30084037, GL30612691, GL30815525, GL30823916, GL32521840.
শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21078321, GL21093570, GL23934012, GL25817503, GL25845376, GL27079166, GL28173257, GL28180314, GL28224266, GL28246336, GL28428344, GL28537204, GL29495354, GL29826812, GL29845971, GL29878742, GL29893319, GL29902840, GL29905518, GL30735785, GL30881228, GL30901288, GL31017771, GL31045824, GL32458269.
শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20998533, GL21037583, GL21051807, GL21142240, GL21156776, GL21552392, GL22764332, GL23866175, GL24902414, GL24918502, GL25499875, GL25520554, GL26820719, GL26827429, GL26950524, GL26971032, GL27009203, GL27021438, GL27083760, GL27462451, GL27481887, GL27986430, GL27993201, GL28100272, GL28120375, GL28350669, GL28421786, GL28637067, GL28799981, GL28819878, GL29319582, GL29888384, GL29903458, GL29942037, GL29959342, GL29966433, GL29986524, GL29998959, GL30011363, GL30193727, GL30211502, GL30283954, GL30294252, GL30452995, GL30484542, GL30488967, GL30512665, GL30525992, GL30542874, GL30547570, GL30610287, GL30787900, GL30797715, GL32793270, GL32949184, GL33257368, GL33976164.
শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21175375, GL21409545, GL21525125, GL23854753, GL24257881, GL24268777, GL24999825, GL25010571, GL26816527, GL26827380, GL26920696, GL26945110, GL28021765, GL29056643, GL29072287, GL29338094, GL29481623, GL29499710, GL29825278, GL29846765, GL29853721, GL29872358, GL29974188, GL29983386, GL30025836, GL30030043, GL30755700, GL30761620, GL32456173, GL32845797.
শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21825157, GL22866781, GL23899959, GL25715313, GL25741123, GL26027489, GL26812201, GL26829196, GL26937042, GL27628748, GL27766488, GL27776167, GL27879515, GL27975235, GL27993917, GL28142545, GL28258985, GL28275328, GL28667738, GL28705502, GL28727591, GL28781398, GL28860545, GL29301560, GL29807005, GL29820636, GL29977141, GL29983205, GL30153697, GL30161696, GL30195539, GL30211296, GL30288190, GL30390347, GL30613092, GL30875400, GL30919497, GL30991771, GL31012775, GL31082998, GL31816036, GL33631026.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **25.08.2024**
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

খাওয়া- দাওয়া

আপনি বাড়িতে রান্না করুন কুমড়া ইলিশ

উপকরণঃ ইলিশ মাছ ৮ টুকরা, মিষ্টিকুমড়া (সবুজ বা কাঁচা) ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি দেড় টেবিল-চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটো কুচি ২ টেবিল-চামচ, রসুন বাটা আধা চা-চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৪-৫টা ও ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল-চামচ।

প্রণালিঃ মিষ্টিকুমড়া খোসাসহ টুকরা করে রাখুন। ইলিশ মাছ, হলুদ ও লবণ দিয়ে ভেজে তুলে রাখুন। ভাজা তেলে রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও টমেটো কুচি দিয়ে কষান। এরপর টালা মিষ্টিকুমড়া দিয়ে নাড়ুন। সামান্য জল ঢেলে দিন। মিষ্টিকুমড়া সেদ্ধ হলে ভাজা ইলিশ মাছ, কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা দিয়ে ৩-৪ মিনিট পর নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ইলিশের সঙ্গে চাল বা ডাল মিলিয়ে তৈরি করা যায় ইলিশ খিচুড়ি

ইলিশ খিচুড়ি

উপকরণঃ
ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, রসুনবাটা আধা টেবিল চামচ, আদাবাটা আধা টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ কাপ, কাঁচা মরিচ ৪৫টি, জল ১ কাপ, লাল মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, শর্ষের তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ
প্রথমেই একটি পাত্রে ইলিশের টুকরাগুলো নিয়ে নিন। আদা, রসুনবাটাসহ সব মসলা দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এক ঘণ্টা রেখে দিন। এবার চুলায় তেল দিয়ে পেঁয়াজকুচি ভাজুন। পেঁয়াজের রঙ পরিবর্তন হয়ে বাদামি হয়ে এলে মেখে রাখা মাছ দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে রান্না করে জল দিন। মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। রান্না হয়ে এলে মাছগুলো আবার উল্টে দিয়ে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। ৫ মিনিটের জন্য দমে রাখুন। এবার কিছুটা ঝোলসহ মাছের টুকরাগুলো তুলে রাখুন।

খিচুড়ির উপকরণ
পোলাও চাল ৩ কাপ, মুগ ডাল ১ কাপ, মসুরের ডাল ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ৮১০টি, গরম জল ৭ কাপ।

প্রণালি
মুগ ডাল সামান্য ভেজে নিন, ডালের রঙের পরিবর্তন হলে নামিয়ে নিন। ভালো করে ধুয়ে সামান্য জল দিয়ে ডাল সেদ্ধ করুন। মসুরের ডাল ও চাল একসঙ্গে নিয়ে কচলে ভালো করে ধুয়ে নিন। জল ঝরতে দিন। মাছ রান্নার হাঁড়িতেই খিচুড়ি রান্না করুন। রান্না করা মসলায় ভালো তেল দিন। নেড়েচেড়ে ভাজুন। ফুটন্ত গরম জল দিয়ে দিন। বলক উঠলে আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ৫ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। ঢাকনা তুলে নেড়েচেড়ে ওপরে মাছগুলো ছড়িয়ে দিন। ১০ মিনিটের জন্য দমে রাখুন। নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প এবং পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের প্রচার

কলকাতা,২৪ আগস্টঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করেই অনলাইনে টিকিট কেনার সুযোগ এবং টেন্ডার ভাড়ার সুবিধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে সক্ষম করার জন্য চালু করা 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র (কিভাবে এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন করতে ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা আজ ২৪.০৮.২০২৪ তারিখে এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীদের মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সাহায্য করেছিল। মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত করতে এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার স্মার্ট উপায় অবলম্বন করতে এবং এটি রিচার্জ করতে আগ্রহী এই শিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ করে কারণ এই ধরনের ক্যাম্পগুলি তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি ছিল কারণ মেট্রো কর্মীরা তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্প মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ এবং পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কেনার জন্য বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন পরিচালন সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে প্রচার করা হয় একই লাইনে মুখোমুখি দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এবং সেটিকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলে প্রচার করার চেষ্টা করা হয় যা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। কিছু শ্রেণীর লোক তাদের অজ্ঞতা থেকেই এসমস্ত বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করে। এই খবরগুলো অযথা মানুষের মনে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরী করে। এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করেই ট্রেন পরিচালন করা হয়। প্রথমত , অটোমেটিক সেকশন করাই হয় যাতে বেশি সংখ্যক ট্রেন একটি সেক্শনে চালানো যায়। সেজন্য, দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অনেকগুলি সিগন্যাল পোস্ট থাকে। ফলে, দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই একাধিক ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। অটোমেটিক সেক্শনে সিগন্যাল লাল থাকলেও ট্রেন সেই সিগন্যালের সামনে এসে দিনের বেলায় এক মিনিট এবং রাতের বেলায় দুই মিনিট দাঁড়িয়ে সর্বাধিক ১০ কিমিঘন্টা বেগে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সামনে কোনো ট্রেন থাকলে ট্রেনের ক্ষেত্রে ৭৫ মিটার এবং অন্যান্য ট্রেনের ক্ষেত্রে ১৫০ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যাবে। সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকেই মুখোমুখি দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে বলে মিথ্যা প্রচার করে। জনসাধারণের কাছে পূর্বরেলের অনুরোধ, এই সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আপনাদের সচেতন করতে রেলের সুনির্দিষ্ট নিয়মের কথা বিবৃত করা হলো। আপনারা সামাজিক মাধ্যমের এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।

সুন্দরবনে গবাদি পশুর মারাত্মক একটি রোগ এলএসডি নিয়ে কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ২৪ আগস্টঃ টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট এর প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে আজ হয়ে গেল বর্তমান সময়ে গবাদি পশুর সবথেকে মারাত্মক একটি রোগ এলএসডি নিয়ে একটি কর্মশালা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঙাবেলিয়া প্রজেক্ট এর কো-অর্ডিনেটর সুদাম রায়, গোসাবা ব্লকের বিএলডিও ডা. গৌর রায়, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ড. শঙ্কর বিশ্বাস, রাঙ্গাবেলিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডা. শ্রেয়া বেরা, ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের ডা.স্বরাজ ভৌমিক। আজকের প্রোগ্রামের মূল বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা।

এই প্রোগ্রামের সহযোগিতা করে ভিরব্যাক এনিম্যাল হেল্থ প্রাইভেট লিমিটেড। ভির ব্যাক এর পক্ষে আজ প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন স্বরাজ মাইতি এবং রাহুল দেবনাথ। টেগর সোসাইটি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় আমাদের দেশের তিনটি রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।এই সংগঠনের বর্তমান সম্পাদক শ্রী প্রবীর মহাপাত্র।

এই প্রসঙ্গে ড. শান্তনু বেরা বলেন, রাঙ্গাবেলিয়ার এই প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ প্রায় ৩০ বছর সুন্দরবন এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার যারা প্যারাভেট, প্রানি বন্ধু বা প্রানীসেবী তারা বিভিন্ন ধরনের বার্নিং ইস্যু নিয়ে এই সংগঠনের ডাক্তার বাবু বা কর্মীদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখে। আজকের আলোচনায় এলএসডি রোগ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে কয়েক কোটি গবাদি পশু সারা ভারতবর্ষে এই রোগে মারা গেছে। সেই সাথে অনেক পশু আক্রান্ত। সেক্ষেত্রে কিভাবে প্রাণীদেরকে রক্ষা করা যাবে তার একটা দিশা আজকের সেমিনারে দেখানো হয়।

কুলিক এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত দুটি কোচ সংযোজনের মাধ্যমে ৮০টি বার্থ এবং ১০০টিরও বেশি আসন প্রতিটি ট্রিপে বৃদ্ধি হলো

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ জনপ্রিয় এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত কোচ সংযোজন একটি নিয়মিত উদ্যোগ, যা যাত্রীদের সার্বিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। সেইমতো, সারা বছর জুড়ে টিকিটের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া রাধিকাপুর হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেসে স্থায়ীভাবে একটি অতিরিক্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং একটি সেকেন্ড ক্লাস সিটিং কোচ সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মালদা, রামপুরহাট এবং বোলপুর এলাকার যাত্রীরাও এই সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এই উন্নতি শুধুমাত্র আরও বেশি যাত্রীকে স্থান দেওয়ার জন্য নয়, বরং ব্যস্ত সিজন এবং সারা বছর জুড়ে একটি আরও আরামদায়ক যাত্রা প্রদান করবে।

একটি করে অতিরিক্ত এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি এবং নন-এসি সেকেন্ড সিটিং কোচ হাওড়া রাধিকাপুর হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেসে সংযোজিত হবে, যা হাওড়া থেকে ০২.০৯.২০২৪ থেকে এবং রাধিকাপুর থেকে ০৩.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর হবে।

আর ফলে প্রতিটি ট্রিপে অতিরিক্ত ৮০টি বার্থ এবং ১০৬টি আসন বৃদ্ধি হবে। ট্রেনটি ১৫টি কোচের পরিবর্তে ১৭টি কোচ নিয়ে চলবে। যাত্রীদের এই অতিরিক্ত বার্থ এবং আসনের সুবিধা নিতে এবং আরও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

রাধিকাপুর কলকাতা এক্সপ্রেসে দুটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ সংযোজন করে প্রতিটি ট্রিপে অতিরিক্ত ১২০টি বার্থ সৃষ্টি হবে

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ সারা বছর জুড়ে টিকিটের ব্যাপক চাহিদার প্রতিক্রিয়ায়, রেলওয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতা - রাধিকাপুর কলকাতা এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত একটি এসি-প্রথম শ্রেণি এবং একটি এসি-৩-টিয়ার ইকোনমি কোচ সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে কাটোয়া, বহরমপুর, আজিমগঞ্জ এবং মালদা এলাকার যাত্রীরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এর ফলে সারা বছর ধরে আরও বেশি যাত্রীকে বার্থ দেওয়া সম্ভব হবে। একটি অতিরিক্ত এসি-প্রথম শ্রেণি এবং এসি-৩-টিয়ার ইকোনমি কোচ ১৩১৪৫১৩১৪৬ কলকাতা রাধিকাপুর কলকাতা এক্সপ্রেসে সংযোজিত হবে, যা কলকাতা থেকে ০২.০৯.২০২৪ থেকে এবং রাধিকাপুর থেকে ০৩.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। এই কোচ সংযোজনের ফলে প্রতিটি ট্রিপে অতিরিক্ত ১২০টি বার্থ বৃদ্ধি পাবে। ট্রেনটি ২০টি কোচের পরিবর্তে এখন ২২টি কোচ নিয়ে চলবে।যাত্রীদের অতিরিক্ত বার্থের সুবিধা নিতে এবং আরও আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিইই-এর দ্বারা শূন্য লেবেল লাভ করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি রেলওয়ে ভবন

মালিগাঁও, ২৪ আগস্ট ঃ শূন্য কার্বন নির্গত অর্জন করার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভবনকে নেট জিরো অ্যানার্জি বিল্ডিং হিসেবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ''শূন্য লেবেল দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ভারত সরকারের শক্তি মন্ত্রকের অন্তর্গত ব্যুরো অব অ্যানার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)-এর পক্ষ থেকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এই উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করা ভবনগুলি হলো নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার এবং সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার ইঞ্জিনিয়ার্স হস্টেল। অন্যদিকে, ২০ জুন, ২০২৪ তারিখে জেনারেল স্টোর ডিপো, পাণ্ডু, গুয়াহাটি, রানিং রুম, রঙিয়া

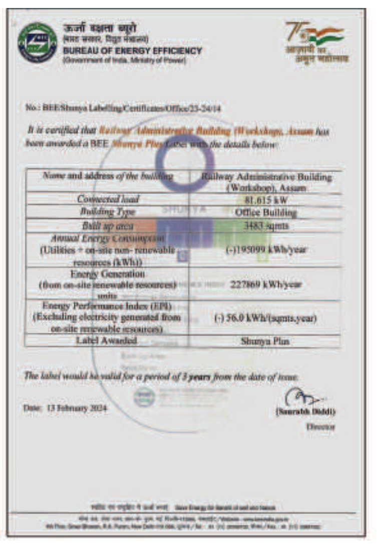

এবং রানিং রুম, কাটিহারকে পুরস্কৃত করা হয়। কার্যকর তারিখ থেকে তিন বছর সময়ের জন্য নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংকে ''শূন্য প্লাস দ্বারা এবং অন্যান্য ভবনগুলিকে ''শূন্য দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটির সংযুক্ত লোড হলো ৮১.৬১৫ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর ২২৭৮৬৯ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি উৎপাদন হয়। নিউ বঙাইগাঁওয়ের সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টারটির সংযুক্ত লোড হলো ১৩২.৬ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর ৩০২৩৩ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি ব্যবহার হয়। একইভাবে, নিউ বঙাইগাঁওয়ের সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার ইঞ্জিনিয়ার্স হস্টেল, পাণ্ডু, গুয়াহাটির জেনারেল স্টোর ডিপো, রঙিয়ার রানিং রুম এবং কাটিহারের রানিং রুমের সংযুক্ত লোড হলো যথাক্রমে ৩৯.৯ কিলোওয়াট, ১৫০ কেভিএ, ৫৬ কিলোওয়াট এবং ৬০ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর যথাক্রমে ১১৬৩৫.২৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ১৬৩০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ১৪২৭০ কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং ১০০১২৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি ব্যয় করে। ভারতীয় রেলওয়ে ২০৩০-এর মধ্যে নেট শূন্য-কার্বন নির্গমন অভিযানের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও নিজেদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবন যেন আরও ''শূন্য লেবেল প্রশংসাপত্র লাভ করতে পারে তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

উত্তরপাড়ার বৌঠান সংঘ জানিয়ে দিল, তারা দুর্গাপুজোর অনুদান নেবে না

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৪ আগস্ট ঃ উত্তরপাড়ার আরও একটি পুজো কমিটি জানিয়ে দিল, তারা দুর্গাপুজোর অনুদান নেবে না। এই নিয়ে উত্তরপাড়ার তিনটি পুজো কমিটি রাজ্য সরকারের পুজোর অনুদান ৮৫ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করল। ভদ্রকালীর মহিলা পরিচালিত 'বৌঠান সংঘ' এবার জানিয়ে দিল, দুর্গাপুজোর অনুদান তারা নিতে নারাজ। পুজো কমিটির প্যাডে চিঠি আকারে তা প্রশাসনের কাছে জানানো হয়েছে। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। এই আবহে রাজ্যের একাধিক পুজো কমিটি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তারা পুজোর অনুদান নেবে না। একাধিক মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি এই ঘোষণা করেছে। বৌঠান সংঘও মহিলা পরিচালিত পুজো। পুজো কমিটির তরফে বলা হয় , ''আমরা প্রতিবার পুজোর অনুদান নিয়ে থাকি। এ বছর আরজি করের এই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা অনুদান নিচ্ছি না। নির্মমভাবে চিকিৎসককে নির্যাতন করে মারা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবি করছি আমরা। পুজো কমিটির আরেক সদস্যার কথায়, আরজি করের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে। আবার এমনও বহু ঘটনা ঘটে যেগুলি সামনেই আসে না। সেই সমস্ত ঘটনারই প্রতিবাদস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুজো কমিটি।

প্রয়াত হলেন স্বামী সেবানন্দ মহারাজ

উলুবেড়িয়া, ২৪ আগস্টঃ প্রয়াত হলেন বেলাড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রধান স্বামী সেবানন্দ মহারাজ। শুক্রবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রাত্রিতে পরলোক গমন করেন। শনিবার সকাল থেকে বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চত্বরে স্বামী সেবানন্দ মহারাজ কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

Name Change
I, Jahidur Rahaman Mondal S/O Bazlur Rahaman Mondal resident of Vill. Uttarkhaspur, P.O.- Duttapulia, P.S. Gangnapur, Dist.-Nadia, Pin-741504 WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Jahidur Rahaman Mondal instead of Jahidur Mondal, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Ranaghat, Nadia on 02/08/2024. Jahidur Rahaman Mondal and Jahidur Mondal both are the same and one identical person.

Name Change
I, Shaikh Fahimuddin (old name) S/O Shaikh Rahim Uddin, residing at 31 Dent Mission Road, P.O.- Khiddirpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Fahimuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Fahimuddin (new name) and Shaikh Fahimuddin (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sanjay Sharma (old name) S/O Kamal Pati Sharma, residing at BLOCK-A1, FLAT NO - 107, VIP ENCLAVE, RAJARHAT GOPALPUR, DESH BANDHU NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700059, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjay Kumar Sharma (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sanjay Kumar Sharma (new name) and Sanjay Sharma (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Prity Agarwal (old name) D/O Om Prakash Sarawagi, W/O Vikash Agarwal, residing at Shanti Niwas Near Kamala Nursing Home, Hill Colony Kulti, Paschim Bardhaman, Pin- 713343, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Preety Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Preety Agarwal (new name) and Prity Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Abdulkalam Molla (old name) S/O Alek Molla, residing at Niyamal Ali Gazi Para, P.O.- Charabidya, P.S.- Basanti, Dist.- South 24 Pgs, Pin-743329,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abulkalam Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Abulkalam Molla (new name) and Abdulkalam Molla (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Roushan Khan (old name) S/O Md Jamal, residing at 2H/1, Bhukailash Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rowshan Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Rowshan Khan (new name) and Roushan Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOZAFAR HOSSEIN, S/O TOAKKEL HOSSAIN MONDAL, R/O MOJAHAR MONDAL LANE, PO SANTIPUR, PS SANTIPUR, DIST NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOJAFFAR HOSSAIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT MOZAFAR HOSSEIN AND MOJAFFAR HOSSAIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SOVA MALLICK, W/O MINTU LAL ADHIKARI, R/O 116, KOROLA, BALAGARH, SOMRA, HOOGHLY - 712123, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOVA MALLICK ADHIKARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SOVA MALLICK AND SOVA MALLICK ADHIKARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJJAK MOLLA, S/O HOSSAIN MOLLA, R/O PUNPO, PUNPUA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743372, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RAJJAK MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT RAJJAK MOLLA AND ABDUL RAJJAK MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SABNAM PARVIN, W/O MOJAFFAR HOSSAIN MONDAL, R/O MOJAHAR MONDAL LANE, PO SANTIPUR, PS SANTIPUR, DIST NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM PARVIN MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SABNAM PARVIN AND SHABNAM PARVIN MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAHID AHMAD, S/O MOJAFFAR HOSSAIN MONDAL, R/O MOJAHAR MONDAL LANE, PO SANTIPUR, PS SANTIPUR, DIST NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHID AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SAHID AHMAD AND SHAHID AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SULATA SAHA BHATTACHERJEE (OLD NAME), WIFE OF AMIT BHATTACHERJEE, RESIDING AT B-16A,JOYSHREE PARK, PS-BEHALA, KOLKATA -700034,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SULATA BHATTACHERJEE (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/08/2024.THAT SULATA SAHA BHATTACHERJEE AND SULATA BHATTACHERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BHAGBAT MAITY, S/O GAJENDRA NATH MAITY, R/O 134, JOTAVIRAM, JOTAVIRAM, EAST MEDINIPUR, PIN-721627, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHAGABAT MAITY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT BHAGBAT MAITY AND BHAGABAT MAITY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,CHANDRAVADAN SHAH (OLD NAME), SON OF LATE AMRITLAL SHAH, RESIDING AT VISHNU PRIMUS,FLAT-3C,1/1 SASHI SEKHAR BOSE ROAD,OPP K.M.C QUARTERS, BHAWANIPORE, KOLKATA -700025, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRAVADAN A SHAH (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT CHANDRAVADAN SHAH AND CHANDRAVADAN A SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,GAURAV SHAH (OLD NAME),SON OF CHANDRAVADAN A SHAH, RESIDING AT VISHNU PRIMUS, FLAT-3C,1/1 SASHI SEKHAR BOSE ROAD, OPP K.M.C QUARTERS, BHAWANIPORE, KOLKATA - 700025, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAURAV C SHAH (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT GAURAV SHAH AND GAURAV C SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SANDEEP MASKARA, S/O BIMAL KUMAR MASKARA, R/O PO; DALKHOLA, PIN 733201; DIST; UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDEEP KUMAR MASKARA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SANDEEP MASKARA AND SANDEEP KUMAR MASKARA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,RASHIDA YUSUF BHAI BARODAWALA (OLD NAME), DAUGHTER OF YUSUF BHAI ASGAR ALI BARODAWALA, RESIDING AT 14,WALLIULLA LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHIDA BARODAWALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT RASHIDA YUSUF BHAI BARODAWALA AND RASHIDA BARODAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,JUZER YUSUF BHAI BARODAWALA(OLD NAME),SON OF YUSUF BHAI ASGAR ALI, RESIDING AT 14, WALLIULLA LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JUZER BARODAWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024. THAT JUZER YUSUF BHAI BARODAWALA AND JUZER BARODAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PARTHA PRATIM ROY CHOUDHURY (OLD NAME) S/o. SHYAMAL ROY CHOWDHURY, RESIDING AT 43/5 BAISHNAB GHATA ROAD, PS-PATULI, KOLKATA -700047,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTHA PRATIM ROY CHOWDHURY (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT PARTHA PRATIM ROY CHOUDHURY AND PARTHA PRATIM ROY CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I GAJIWASIM AKRAM, S/O ABDUL HAMID SHEIKH, R/O CHAKDAHA, PO PURBAITARA, PS PANSKURA, EAST MEDINIPUR, PIN-721634, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAJI WASIM AKRAM SHEIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT GAJI WASIM AKRAM SHEIKH AND GAJIWASIM AKRAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABUL HOSSAIN, S/O LATE ABUKKAR MONDAL, R/O NAYABASTIA DAKSHIN PARA, BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUL HOSSAIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT ABUL HOSSAIN MONDAL AND ABUL HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SATYAN NARAYAN SINGH,S/O LATE KAURI SINGH, R/O 49/5/H/15, KARL MARX SARANI KHIĐIRPORE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYA NARAYAN SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024,THAT SATYAN NARAYAN SINGH AND SATYA NARAYAN SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHERMEE BISWAS, D/O SEWAK KUMAR BISWAS, R/O VILL 2NO DOULATOUR DAKSHIN PARA, PO SENDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743272, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARMEE BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SHERMEE BISWAS AND SHARMEE BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAJI MOJACHCHHER HOSSAIN, S/O MOJAMMEL, R/O VILL ANANTAPUR, PO & PS POLERHAT, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI MOZASSER HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT KAZI MOZASSER HOSSAIN AND KAJI MOJACHCHHER HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NURJAMAL, S/O SK ABDUL ALI, R/O VILL BAZARPARA, PO ULUBERIA, PS ULUBERIA, DIST HOWRAH, PIN-711316, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NURUJJAMAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2024, THAT NURJAMAL AND SK NURUJJAMAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRIYANKA JAISWAL GUPTA, W/O SANJIB KUMAR GUPTA,R/O 8/1, A.ROAD,PO-SALKIA,PS-LILUAH, HOWRAH, 711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANKA GUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT PRIYANKA JAISWAL GUPTA AND PRIYANKA GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRIYANKA JAISWAL,W/O SANJIB KUMAR GUPTA, R/O 8/1, A.ROAD,PO-SALKIA, PS-LILUAH, HOWRAH, 711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANKA GUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT PRIYANKA JAISWAL AND PRIYANKA GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RANJIT PRASAD JAISWAL, S/O KRISHNA MOHAN JAISWAL, R/O-BL-A,2ND FLOOR, FL-202,11/8, DHARMATALA LANE, KHURUT ROAD,HOWRAH,PIN-711101,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJT KUMAR JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT RANJIT PRASAD JAISWAL AND RANJT KUMAR JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Shaikh Sabuddin (Old Name) S/O Late Sk Tamijuddin , residing at Vill-Gobra, P.O.- Gobra, P.S.- Ramnagar, East Medinipur, Pin-721441,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Sabuddin (New Name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Sabuddin (New Name) and Shaikh Sabuddin (Old Name) both are same identical person.

Name Change
I, Sahiluddin Shaikh (old name) S/O Sk Sabuddin, residing at Vill- Gobra, P.O.- Gobra, P.S.- Ramnagar, East Medinipur, Pin- 721441,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Sahiluddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Sahiluddin (new name) and Sahiluddin Shaikh (old name) both are same identical person.

রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রভূত মতুয়া সম্মেলন, সংবর্ধনা প্রধান গুণীজনদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ আগস্ট ঃ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির আহ্বানে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হল প্রভূত মতুয়া সম্মেলন এবং গুণীজন সংবর্ধনা। শনিবার রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মাতৃ সেনার সভানেত্রী সোমা ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে মেতে ওঠেন জেলার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই অনুষ্ঠানে মতুয়াদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, এরই পাশাপাশি গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে আরজিকর কাণ্ড নিয়ে মুখ খোলেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, আরজিকর কাণ্ডে যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তাতে এই রাজ্যে সরকার বিরোধী একটা জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। কারণ সরকার যেভাবে আরজি কর নিয়ে লুকাতে চাইছে বিষয়বস্তুগুলি তাতে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সরকারের মদত রয়েছে এতে।

মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী জেলা পুলিশ-প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ আগস্ট ঃ আরজি করের ঘটনার পর মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ-প্রশাসন। ইতিমধ্যে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে বালুরঘাট শহর কতটা নিরাপদ তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ। শুক্রবার মধ্যরাতে বালুরঘাট শহরের বাসস্ট্যান্ড, শ্মশান, জেলা হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি ভবন চত্বর ঘুরে দেখেন তিনি। ডিএসপি হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। ছিল মহিলা পুলিশও। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন এলাকাও ঘুরে দেখা হয়। হাসপাতাল চত্বরে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের আরও সজাগ থাকতে বলেন তিনি। হাসপাতালে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। এই সারপ্রাইজ ভিজিট মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার।

জামুরিয়ায় ধস, আতঙ্কে কেন্দা ধাওড়া পাড়া সহ স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, জামুরিয়া, ২৪ আগস্ট ঃ আবারও জামুরিয়ায় ধস। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে জামুরিয়া থানার ইসিএল এর কেন্দা এরিয়ার কেন্দা তিন নম্বর ধাওড়া পাড়া সংলগ্ন এলাকায়। বিশাল আকারের ধসের মুখ থেকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। গতকাল রাত থেকে আতঙ্কে রয়েছে কেন্দা তিন নম্বর ধাওড়া পাড়া সহ ওই এলাকার মানুষরা। গতকাল রাত ১টা নাগাদ বিকট শব্দে ধস নামে ইসিএল এর কেন্দা তিন নম্বর ধাড়াপাড়া এলাকা সংলগ্ন জায়গায়। এই ধসের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া। যেখানে ধস হয়েছে সেখান থেকে প্রায় ৩০ মিটারের মধ্যে রয়েছে ঘনবসতি। এই ঘটনার পরে ব্যাপক আতংক ছড়ায় মানুষের মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইসিএল এর সুরক্ষা কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান , এর আগেও এই এলাকায় একই ভাবেই ৩ -৪ বার ধস হয়েছিল। তখন ইসিএল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যালয় এবং সরকারি আবাসনে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেও স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নেই আজও। সেই কারনেই পুনরায় তারা নিজস্ব ঘরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় তারা কি করবে, কোথায় যাবে এই নিয়ে রয়েছে চিন্তায়। ইসিএল কয়লা উত্তোলন করার পর ওই অংশে ভরাট না করায় বারবার এই ঘটনা ঘটেই চলেছে। বারবার পুনর্বাসনের দাবি উঠলেও কোনো সুরাহা হয়নি এখনো। এই ব্যাপারে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাসপাতালে ঢুকতে বাধা, নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর রোগীর আত্মীয়দের! আটক ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ আরজিকর কাণ্ডের পর রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার পর রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে সব হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে বিভিন্ন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী নিরাপত্তা কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রোগীর ভর্তি থাকার কার্ড ছাড়া ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন এক রোগীর দুই আত্মীয়। কার্ড না থাকায় তাঁদের ঢুকতে বাধা দেয় মনসুর আলম নামের হাসপাতালের এক অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী। তাই নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন দুই যুবক ওই নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করেন। টেনে-হিঁচড়ে পোশাক ছিঁড়ে দেন বলেও অভিযোগ। দেহে একাধিক জায়গায় চোট লাগে মনসুরের। খবর পেয়ে চলে ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশকর্মীরা। আটক করা হয়েছে অভিযুক্তদের। এই ঘটনায় অন্যান্য রোগী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতাল প্রশাসন ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারি সুপার ত্রিদিব মাইতি জানিয়েছেন, 'হাসপাতালের তরফ থেকে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করা হবে। যাতে আগামীতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পুলিশকে অনুরোধ জানানো হবে।'

ভূত ছাড়াতে মহিলাকে মুখে জুতো নিয়ে শহর ঘোরাল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ আগস্ট ঃ ভর সন্ধ্যা। রাস্তায় ভিড়। এক মহিলা মুখে চামড়ায় জুতো নিয়ে হাঁটছেন। পিছনে পরিবারের লোক। দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে যায় পথচলতি মানুষ। খবর যায় পুলিশে। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। জানা গেছে, স্থানীয় এক ওঝার নিদানে 'ভূত ছাড়াতে' এই কাজ করেছে পরিবার। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার অন্তর্গত চুয়াপুর সুকান্তপল্লিতে। এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ওই মহিলাকে বহরমপুর শহর এবং তার আশেপাশের এলাকায় একাধিক ডাক্তার দেখানো হলেও তাঁর মানসিক সমস্যার উন্নতি হয়নি বলে দাবি পরিবারের। অগত্যা স্থানীয় এক কবিরাজি ওঝার দ্বারস্থ হয় পরিবার। ওঝার দেওয়ার নিদানে জুতো মুখে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা হাঁটানোর অভিযোগ উঠল তাঁরই পরিবারের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, দীর্ঘ চিকিৎসার পর কিছুতেই লাভ না হওয়ায় তাঁরা হাতা কলোনি এলাকায় এক কবিরাজের শরণাপন্ন হন। সেই কবিরাজ জানান, মহিলাকে ভূতে ধরেছে। তিনি নিদান দেন, জুতো মুখে ঘোরালে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। সেই মোতাবেক কাজ করেন বাড়ির লোকেরা। সবটা শুনে চিকিৎসার জন্য তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয় পরিবারের লোকজনকে।

৯দিনের মধ্যে বর্ধমানের আদিবাসী তরুণী খুনের কিনারা করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ আগস্ট ঃ অবশেষে ৯ দিনের মাথায় পুলিশের জালে বর্ধমানের আদিবাসী তরুণী খুনের মূল অপরাধী। ধৃতের নাম অজয় টুডু, সে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বাসিন্দা। এই খুনের ঘটনার তদন্তের কিনারা করার পিছনে জেলা পুলিশের গঠিত বিশেষ টিমের কৃতিত্ব রয়েছে বলে দাবী করেন পুলিশ সুপার আমনদীপ। এই মুহুর্তে আরজিকরের চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসচ্ছে সারা বাংলা। পাশাপাশি বর্ধমানের নান্দুর এলাকায় আদিবাসী তরুণী খুনে ক্ষোভের দাঁনা বেঁধে ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। আরজিকর কান্ডের সুবিচারের সাথে সাথে বর্ধমান তরুণী খুনের দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে বর্ধমানের রাজ পথে মিছিল করেছিল চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী থেকে আদিবাসী সংগঠন, রাজনৈতিক দল গুলি। আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় পথ অবরোধ করা হয়। আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ কে ১০ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল আসামিকে ধরার জন্য। জেলাপুলিশ আদা-জল খেয়ে নেমেছিল অপরাধী কে ধরতে। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে তরুণী খুনের মূল অভিযুক্ত অজয় টুডু কে গ্রেপ্তার করে জেলা পুলিশের বিশেষ টিম। শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন পুলিশ সুপার আমনদীপ (আই.পি.এস)। মৃতা তরুণীর সঙ্গে ধৃতের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রেম ঘটিত কারণেই তরুণী কে খুন করেছিল ধৃত বলে দাবী করেন পুলিশ সুপার আমনদীপ। তিনি বলেন, ১৪ আগস্ট ধৃত অজয় তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তর্কাতর্কি হয় দুজনের মধ্যে। এরপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে পালিয়ে যায় ধৃত। এই ঘটনায় তদন্ত নেমে জেলাপুলিশ প্রথমে ৯ জনের সিট তৈরী করা হয় এবং তদন্তের স্বার্থে পরে ৩১ জনের সিট গঠন করা হয়। এর জেরেই মূল অভিযুক্ত ধরা পরে পাঁশকুড়া থেকে। খুনে ব্যবহৃত ধারাল অস্ত্র ও ব্যবহৃত জামা-কাপড় উদ্ধার এবং আর কিছু তথ্য জানার জন্য ধৃত কে ১০দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছে আদালতের কাছে। তাড়াতাড়ি এই মামলার তদন্ত শেষ করে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করবো বলে জানান পুলিশ সুপার। পাশাপাশি তিনি দাবী করেন, তার কর্মজীবনে একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত কে ধরতে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মতো বিভিন্ন জেলার পুলিশের যুক্ত হওয়া ঘটনা আগে ঘটেনি। যদিও খুন হওয়া আদিবাসী তরুণীর পরিবারের দাবী এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। ধৃত ছেলেটির সঙ্গে তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না বলে দাবী করেছে তরুণীর পরিবার।

আইসিডিএস সেন্টারে নিম্নমানের খাবার, বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ মালদাতে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে আইসিডিএস কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দিন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডুমুরকোলহা গ্রামে। খবর সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিককে দেখে তেড়ে আসেন আইসিডিএস কর্মী হুসনে বানু। গ্রামবাসীদের অভিযোগ যে প্রতিদিন নিয়মিত রান্না হয় না, নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়, শুধু তাই নয় নানান অজুহাত দেখিয়ে সেন্টার বন্ধ রাখে ওই আইসিডিএস কর্মী। একথা স্বীকার করেছেন ওই আইসিডিএস সেন্টারের রাঁধুনিও। এই নিয়ে একাধিকবার গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানালে,আইসিডিএস কর্মী নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করছে। তাই আজকে গ্রামবাসীরা আইসিডিএস কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এই দিন বিক্ষোভকারী ডুমোরকোলহা গ্রামের বাসিন্দা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ছয় মাস ধরে সে নিয়মিত খাওয়ার দেন না। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন রান্না করে, ডিম একদিনই দেওয়া হয়। আমরা এই নিয়ে বলতে গেলে সে নোংরা ভাষায় আমাদের গালিগালাজ করেন। নানান অজুহাত দেখান সেন্টার ছুটি রাখেন। এই আইসিডিএস সেন্টারের কোন ঘর না থাকায় গ্রামেরই একজনের বাড়িতে রান্না করা হয়। রাধুনী মঙ্গলি দাস বলেন, আমাকে রান্নার জন্য সঠিক পরিমাণে সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী লাগে, কিন্তু সেগুলো তিনি সঠিক ভাবে দেন না। আমাকে যা দেওয়া হয় আমি সে দিয়েই রান্না করি। আজকে গ্রামবাসীরা যা অভিযোগ করছে সেটা সত্যি। আমি অনেকবার জানিয়েছি কর্মীকে, কিন্তু আমার কোন কথাই শুনেন না। আর এই ঘটনা নিয়ে ওই আইসিডিএস কর্মী হুসনে বানুকে ক্যামেরার সামনে ধরা হলে তিনি সাংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি। এই ঘটনা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি আধিকারিক মোহাম্মদ আলী রুমী বলেন কিছুক্ষণ আগে আমরা এই ঘটনাটি শুনলাম, আইসিডিএস সেন্টারে নিয়মিত খাবার না দেওয়ার। এই ঘটনায় আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সিডিপিও আব্দুল সাত্তার বলেন, ওই আইসিডিএস কর্মীর বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ হয়েছিল, তারপরে ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তারপরে যে আজকে ঘটনা আমরা শুনলাম, তা তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফার্মে খাবার দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মা ও ছেলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ রাতে পোল্ট্রি ফার্মে খাবার দিতে গিয়ে একই পরিবারের তিনজন বিদ্যুৎ পিষ্ট। মৃত্যু হয়েছে মা ও ছেলের। একজন চিকিৎসাধীন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের অধিন সুপার স্পেশালেটি হাসপাতালে । ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার বাকালিতে। জানা গেছে স্থানীয় উত্তম কবিরাজের পরিবারের তিনজন সদস্য, তার নিজের ভাই, স্ত্রী ও ছেলে বাড়ির নিজস্ব পোল্ট্রি ফার্মে খাবার দিতে যায়। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয় তিনজনেই। উত্তম কবিরাজের আরেক ভাইয়ের নজরে আসতেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। রাত ১০ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানায় বিদ্যুৎ পিষ্ট হওয়া মা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎ পিষ্ট হওয়া উত্তম কবিরাজের এক ভাই রামচরন কবিরাজ চিকিৎসাধীন রয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম অনিতা কবিরাজ ও তার মৃত ছেলের নাম সুব্রত কবিরাজ বলে আত্মীয় পরিজন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানান।

সেনা বাহিনীর ত্রি শক্তি কর্পস এর হাত ধরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে খুট্টিমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ার দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার খুট্টিমারি হাইস্কুলের দুঃসাহসিক ছাত্রছাত্রীরা এই মুহূর্তে আহমেদাবাদ এবং নয়াদিল্লিতে তাদের দশ দিনের জাতীয় সংহতি সফরে রয়েছে । এই যাত্রা তাদের যেমন আমাদের জাতির হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসবে এবং তাদের অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে আজীবন । আহমেদাবাদে, তারা আইকনিক সবরমতি আশ্রম পরিদর্শন করে, সবরমতি রিভারফ্রন্টের ধারে পায়ে হেঁটে, সায়েন্স সিটিতে ঘুরে বেড়ায়, সর্দার সরোবর বাঁধের কাছেই নির্মিত স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দর্শন করে, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন ঘুরে দেখে সুদূর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার খুট্টিমারী গ্রাম থেকে আসা ভারতের আগামী প্রজন্ম। ত্রি শক্তি কর্পস এর উদ্যোগে আয়োজিত এই দশ দিনের রোমাঞ্চকর এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণ এই খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে এক দিকে যেমন দেশ ভক্তির মানসিকতার বিকাশ ঘটাবে সেই সঙ্গেই দেশের প্রতি দায়িত্ব এবং ভালোবাসা জন্মাবে, এমনটাই জানিয়েছেন আয়োজক ভারতীয় সেনার ত্রি শক্তি কর্পস এর আধিকারিক।

দুই বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর,বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গের সীমান্তে মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে । তবে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে দুজনকেই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) মহাদেবের সীমান্তরক্ষীরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিক বাবু রাম (৪৮) এবং অঙ্কন চন্দ্র রায়কে (২০) গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশ থেকে ধরা পড়ে। বিএসএফ ওই বাংলাদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, সে অজান্তে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **28.08.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.09.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-আমতা হাসপাতাল রোড, তালুকা - হাওড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26596921, GL26607646, GL26888933, GL26894047, GL29122297, GL30526091, GL30543128.
শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা - হাওড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30151933, GL30152548, GL30162566, GL30162621.
শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27504991, GL27787156, GL29836164, GL29847222.
শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26818708, GL26824636, GL27893330, GL27899161, GL28059643, GL28082411, GL29221960, GL29227315, GL29242592, GL32812362.
শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22490409, GL29558298, GL29568825, GL29912329, GL29931797.
শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20918402, GL23483397, GL24508590, GL28155386, GL28280548, GL28733610, GL28930194, GL28953721, GL30032669, GL30059635, GL30808351, GL30823838.
শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা - হাওড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27079481, GL30670768, GL30787180, GL30797183, GL30804354, GL30823384, GL30838243, GL30847296, GL31565297.
শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20984740, GL26377881, GL29015424, GL31021963, GL31045601, GL33133851.
শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29135216, GL29150263, GL30790180, GL30797295, GL31019463, GL31045771, GL31065593.
শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - হাওড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19681908, GL22042838, GL22517852, GL25556132, GL25581180, GL25599163, GL25958339, GL25975509, GL26242987, GL26578154, GL26612253, GL26729990, GL26813056, GL26827780, GL27071915, GL27264299, GL27275549, GL27339394, GL27365376, GL27454725, GL27654522, GL27674106, GL27824312, GL27824388, GL27861358, GL27870919, GL27905098, GL27953129, GL27958954, GL27983664, GL27991832, GL28094433, GL28094669, GL28117415, GL28117526, GL28264666, GL28346102, GL28353551, GL28438110, GL28462795, GL28493907, GL28570866, GL28594130, GL28665103, GL28750779, GL28755622, GL28960710, GL29067702, GL29144499, GL29164369, GL29170854, GL29249976, GL29520840, GL29669290, GL29684820, GL29761951, GL29771355, GL29801673, GL29813004, GL29820181, GL29820661, GL29827161, GL29846232, GL29852929, GL29872309, GL29991644, GL30007520, GL30098934, GL30111342, GL30218050, GL30231332, GL30235282, GL30236014, GL30314160, GL30325129, GL31106365.
শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - সাঁকরাইল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21164581, GL23767720, GL23818897, GL25359635, GL25712655, GL26005054, GL27037844, GL27044372, GL27909860, GL27929540, GL28296315, GL28303500, GL28771580, GL29069933, GL30176179, GL30789905, GL30912512, GL33102362.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 25.08.2024
স্থান: হাওড়া
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

দিঘাতে ঘন্টা বাজিয়ে প্রতিবাদ ব্রাহ্মণদের

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৪ আগস্ট ঃ আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার হাতে কুমন্ডলী নিয়ে এবং ঘন্টা বাজিয়ে দিঘাতে প্রতীবাদ ব্রাহ্মণদের। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে বিশ্ববাংলা পার্ক থেকে নিউ দিঘা পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা করা হয়। হাতে কুমন্ডলী এবং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এদিন পথে হাঁটেন ব্রাহ্মণরা। এরপর নিউ দিঘার আদি জগন্নাথ মন্দিরে প্রায় সহস্রাধিক পুরোহিতের উপস্থিতিতে সমুদ্র সৈকতে মৃত ডাক্তারের আত্মার শান্তি কামনায় সমুদ্রবক্ষে আরতি করেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রী কিশোরীচরণ মিশ্র, রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী তপন কুমার মিশ্র সহ একাধিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিত্বগণ।

Office of The Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Dist.-Purulia 723148
Notice Inviting E-Tender No:- WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-4(2 nd Call)/24-25, Dt.- 22/08/2024
The Pradhan, Ladhurka Gram Panchayat invites e-tender for 2(Two) different works. Date & Time of Download/sale from 22/08/2024 10 AM. to 31/08/24, 6.00 pm. Date & Time of Bid submission from 22/08/2024 10.00 A.M. to 31/08/2024, 05.30 PM. Date & Time of Bid Opening (Technical Papers):- 03/10/2024 (2.00 P.M). For detail visit website http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৪ অব ২০২৪, তারিখঃ ১৯-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** একলাখি-বালুরঘাট সিঙ্গল লাইন সেকশনের মধ্যে এল. সি. গেট ন. ২৩, ২৪, ২৬, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪৮ ও ৪৯ -এর বিপরীতে এলএইচএস/আরইউবি নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,৩৮,৯১,০৪০.০৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৯,১৯,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিংহবাদ স্টেশনে শর্ট সিএসএল লাইনকে ফুল সিএসএল-এ সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৯১,১৩,১৫৯.৩৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৮২,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সূর্য কমলে ঃ সূর্য কমল স্টেশনে ১ নং. লুপ লাইনকে কমন লুপ লাইন হিসেবে রূপান্তর। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৬,৪৩,০১৯.৫৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৩২,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরটি_৫_টিআরডি_১২_২০২২-২৩; তারিখ ঃ ২৩-০৮-২০২৪; **টেন্ডার নং. ঃ আরটি_৫_টিআরডি_১২_২০২২-২৩;** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** টিএসএস কাটিহারে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, একক ফেজ -এর ১৩২/২৭কেভি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৪,১১,৩৪৯.৮৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৮৮,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘণ্টায় এবং **খোলা ১৬-০৯-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ১৬-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ব্রীজের সংযোগকারী রাস্তায় ফাটল, চাঞ্চল্য ভূতনীতে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ মালদার মানিকচকে বন্যা কবলিত ভূতনী এলাকায় ব্রীজের সংযোগকারী রাস্তায় ফাটলের কারণে চাঞ্চল্য। প্রায় একশো মিটার রাস্তা জুড়ে রাস্তার একপাশে ফাটল ধরায় আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষজন। উল্লেখ্য, বর্তমানে গঙ্গার জলে ভাসছে গোটা ভূতনী এলাকা। গঙ্গার জল এসে লেগেছে ভূতনী ব্রীজের কাছাকাছি । সেই জমা জলে ভূতনী ব্রীজের সংযোগকারী রাস্তার নিচের মাটি কেটে প্রায় একশো মিটার এলাকা জুড়ে রাস্তার একপাশে ফাটল ধরেছে। যা নজরে আসতেই এদিন ভূতনীবাসীর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। এলাকাবাসীর বক্তব্য বন্যার জলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই রাস্তা দ্রুত মেরামত করার উদ্যোগ না নিলে যেকোন সময় ধসে পড়তে পারে। তাই প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নতুন কিছু পরিষেবা চালু হতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৪ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বেশ কিছু নতুন পরিষেবা চালু, এছাড়াও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতি। শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বর্ধিত সভা আয়োজিত হয়। বৈঠক শেষে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল জানান, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নতুন কিছু পরিষেবা চালু হচ্ছে। হাসপাতালের আউটডোরে মাসে একদিন শুধুমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের চিকিৎসা জনিত পরিষেবা প্রদান করা হবে। এদিনের রোগী কল্যাণ সমিতির বর্ধিত সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলাপরিষদের সভাধিপতি সহ অন্যান্যরা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৫১, তারিখ ২১.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ হাওড়া নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের থেকে ইলেক্ট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ উৎপাদনের কাজে উপকরণ সরবরাহের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার/গুলি। বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য সম্ভাব্য/উপযুক্ত সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার, কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক অফার বিড গ্রাহ্য করা হবে। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; স্টোর উপকরণের বিবরণ; পরিমাণ; খোলার নির্ধারিত তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নলিখিত- মতোঃ **[২৭৬]; ২১২৪২৭৩৫এ;** ইক্যুয়াল রোলড অ্যাঙ্গেল মাপকাঠি নং. আইএস ঃ ২০৬২ঃ২০১১ ই-৪১০ গুণমান - বিও, মাপ - ৫০ মিমি × ৫০ মিমি × ৮ মিমি পুরু × ৯০০০ মিমি দীর্ঘ। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-) ৫%, সামগ্রীর শ্রেণী ঃ সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত ঃ সর্বাধিক ৮ লক্ষ]; **টেন্ডার/ নথিপত্র অনুযায়ী; ০৪/০৯/২০২৪; ০.০০ টাকা। [২৭৭]; ২৫২৪৫১৩২;** ট্রাক, ক্ষমতা - ০৯ টন, পরিমাণ - ০১টি, মাপকাঠি নং এমটি/২৩৩৬, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪ অনুযায়ী, এইচএসএন কোড ঃ ৮৭০৪৪২৩১৯, এম অ্যান্ড পি প্রোগ্রাম ২০২৪-২৫-এর অধীনে; **টেন্ডার/ নথিপত্র অনুযায়ী; ২৫/০৯/২০২৪; ০.০০ টাকা। [২৭৮]; ৩০২৪২৬৪১এ;** মাপকাঠি নং আরডিএসও/২০১৫/ইএল/টিসি/০১৩২, রেভ.-'০', তারিখ ০৫.১০.২০১৫ অনুযায়ী হুইল প্রসেসিং অ্যাক্সেল-এর জন্য লুব্রিকেন্ট। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-) ৫%, সামগ্রীর শ্রেণী ঃ সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত ঃ সর্বাধিক ৮ লক্ষ]; **টেন্ডার/ নথিপত্র অনুযায়ী; ০৯/০৯/২০২৪; ০.০০ টাকা। [২৭৯]; ২৯২৪২৫৭১;** মাপকাঠি নং এম অ্যান্ড সি/পিসিএন/১০০/২০১৮ এবং এম অ্যান্ড সি/পিসিএন/১১০/২০২০ (রেভ.-১.০) অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য পিইউ পেইন্টের সেট (আউটসোর্সড)। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-) ৫%, সামগ্রীর শ্রেণী ঃ সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত ঃ সর্বাধিক ৮ লক্ষ]; **টেন্ডার/ নথিপত্র অনুযায়ী; ১২/০৯/২০২৪; ০.০০ টাকা।**
[PR4/604] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

e-Tender Notice
The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-107/JGP/NIT/15 th CFC/2024-25, 108/JGP/NIT/5 th SFC/2024 dt.-24/08/2024 from prospective bidders from 24/08/2024, 18.00 IST. For details visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/ -
Prodhan
Jahannagarh G.P.

KALYANI PANCHAYAT SAMITY
Sealed tender is being invited by the undersigned vide eNIT no-51, Memo No-393/EO/Kalyani Dated 21.08.2024. Bid submission start date is 22.08.2024. Last date of Bid submission 30.08.2024 upto 5:00 pm. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.
Sd/-
Block Development Officer,
Kalyani,Development Block

লামডিং ডিভিশনে "এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস" -এর জন্য ই-নিলাম

নিলাম ক্যাটালগ নং. বিওসি-এলএমজি-০১-২৪; লামডিং ডিভিশনে "এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস" -এর জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম শুরু (সমস্ত লট) :** ০৯-০৯-২০২৪ তারিখে ১০:০০ ঘন্টায়; **ক্রম. নং.:** এএ/১; **লট নং./ক্যাটাগরি:** এমএসএস-এলএমজি-জিএইচওয়াই-বিসিএ-১৫-২৩-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-বিজ্ঞাপন সহ ব্যাটারি চালিত কার্ট); **বর্ণনা:** আরম্ভের তারিখ থেকে ০৩ বছরের জন্য গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ০১টি (এক) ব্যাটারি অপারেটেড কার্ট (বিওসি) -এর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন:** ১০৯৫; **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৯-০৯-২০২৪ তারিখে ১০:৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিআরএম (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বুমরাহ, তারকা পেসারকে ভারতের নেতৃত্বে দেখতে নারাজ দীনেশ কার্তিক

২৪ আগস্ট ঃ বিশ্বকাপ জয়ের পর টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়েছেন রোহিত শর্মা। শ্রীলঙ্কা

সফরে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলেছেন সূর্যকুমার যাদব। যদিও টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটে এখনও নেতৃত্বে রয়েছে হিটম্যানই। কিন্তু জশপ্রীত বুমরাহকে কি ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে দেখা যেতে পারে? সেই বিষয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন তারকা দীনেশ কার্তিক। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের বোলিংয়ে প্রধান অস্ত্র বুমরাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। দরকারের সময় যেমন উইকেট তুলেছেন, তেমনই রান বেঁধে রাখার কাজও করেছেন। শুধু এই বিশ্বকাপেই নয়, ওয়ানডে হোক বা টেস্ট, বুমরাহর বিকল্প নেই। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতেও তিনি সমানভাবে উজ্জ্বল। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে বিতর্কের সময় অনেকের বক্তব্য ছিল, বুমরাহর হাতেও উঠতে পারত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দায়িত্ব। যদিও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক হয়েছেন আইপিএল দলে তাঁরই সতীর্থ সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু ভবিষ্যতে কি বুমরাহকে অধিনায়ক হিসেবে দেখা যেতে পারে? সেই বিষয়ে ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার-উইকেটকিপার দীনেশ কার্তিক বলছেন, বুমরাহ শান্ত, ঠান্ডা মাথার, যথেষ্ট পরিণত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ও একজন ফাস্ট বোলার। ফলে ও কে কি আমরা তিন ফরম্যাটেই খেলাতে পারব? সেটাই নির্বাচকদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেই সঙ্গে কার্তিক বলছেন, বুমরাহর মাপের একজন ফাস্ট বোলারকে সাবধানে রাখা দরকার। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে তাঁকে খেলানো উচিত। আমি তো বলব বুমরাহ কোহিনূর হিরে। আমাদের দেখতে হবে ও যেন দীর্ঘদিন খেলতে পারে। কারণ বুমরাহ যখনই খেলে, তখনই মাঠে ছাপ ফেলে। আমরাও সেটাই চাই। তাই নেতৃত্ব ওর কাছে বোঝা হয়ে যেতে পারে। প্রচুর ম্যাচ খেলে আহত হলে সেটা সমস্যা হয়ে যাবে। মাঝে দীর্ঘদিন চোটের জন্য বাইরে ছিলেন বুমরাহ। সেই ভাবনাই ফের উসকে দিলেন কার্তিক।

কলকাতা ফুটবল লিগ ২০২৪

প্রবল বৃষ্টির কারণে বাতিল ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ অপেক্ষা করেও খেলা শুরু করা গেল না। প্রবল বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেল কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। শনিবার সিএফএল-এর ম্যাচে অপেক্ষা করেও খেলা শুরু করা গেল না। প্রবল বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেল কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। শনিবার সিএফএল-এর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বনাম পিয়ারলেস ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। লাল হলুদের ঘরের মাঠে ম্যাচ আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে এই ম্যাচ শুরু করা যায়নি। বল গড়ায়নি মাঠে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত। নির্ধারিত সময়ের পর ৪০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন রেফারি ও ম্যাচ কমিশনার। কিন্তু অপেক্ষাই সার। ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি। কম আলো, বজ্রবিদ্যুৎ ও প্রবল বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে জল জমে গিয়েছিল মাঠে। তাছাড়া পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অতএব ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া ছাড়া অন্য

কোনও উপায় ছিল না। প্রবল বৃষ্টির কারণে তা বাতিল ঘোষণা করেন রেফারি ও ম্যাচ কমিশনার। শনিবার (২৪ আগস্ট) বিকেল ৩টের সময় ইস্টবেঙ্গল-পিয়ারলেস ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়ের পর আরও ৪০ মিনিট পর অপেক্ষা করা হয়েছিল। দক্ষিণ বঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ। এদিনও সকাল থেকে কলকাতার আকাশে ছিল মেঘের ঘনঘটা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ। দুপুরের পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যার প্রভাব পড়েছে মাঠে। শুরু করা গেল না ইস্টবেঙ্গলের কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ। যদিও এই ম্যাচ বাতিল হওয়ার ফলে লাল হলুদ শিবিরের কোনও সমস্যা হবে না। কারণ তারা ইতিমধ্যে চলতি কলকাতা ফুটবল লিগের পরের পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। সুপার সিক্সে খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে মশাল বাহিনী।

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন শিখর ধাওয়ান

২৪ আগস্ট ঃ ভারতীয় দলের জার্সিতে আর দেখবেন না শিখর ধাওয়ান। শনিবার সকালে অবসর ঘোষণা করেছেন তিনি। জাতীয় দলের জার্সিতে এক যুগে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান এবং বিরাট কোহলি, এই ত্রয়ীর টপ অর্ডার বিশ্বের তাবড় তাবড় বোলারদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করত একটা সময়। একনজরে ধাওয়ানের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের পরিসংখ্যানঃ

ওয়ানডে ঃ ম্যাচ ১৬৭, রান ৬৭৯৩, সেঞ্চুরি ১৭, হাফ সেঞ্চুরি ৩৯।

টেস্ট ঃ ম্যাচ ৩৪,রান ২৩১৫,সেঞ্চুরি ৭,হাফ সেঞ্চুরি ৫,

টি-২০ঃ ম্যাচ ৬৮, রান ১৭৫৯, সেঞ্চুরি -হাফ সেঞ্চুরি ১১

২০১০ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় শিখরের। তবে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরও খানিকটা সময় নেন তিনি। মোটামুটি ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিত-ধাওয়ান ওপেনিং জুটি প্রতিষ্ঠা পায় ভারতীয় ক্রিকেটে। ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ধাওয়ানের জন্য স্বপ্নের মতো। ওই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরাও তিনিই নির্বাচিত হন। ২০১৫ বিশ্বকাপেও ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন গব্বর। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন ধাওয়ান। ওই সময় অনেকেই বলতেন, রোহিত ধাওয়ানদের থেকে আইসিসি টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করেন ধাওয়ানই। এর বাইরেও বেশ কিছু কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে শিখরের নামের পাশে। ২০১৪ সালে মোহালিতে টেস্ট অভিষেকেই সেঞ্চুরি করেন তিনি। ১৮৭ রানের সেই ইনিংস আজও স্মরণীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শততম ওয়ানডেতেও সেঞ্চুরি করেন গব্বর। ওয়ানডেতে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম ৬ হাজার রানের মালিক হন ধাওয়ান। মাত্র ১৪০ ইনিংসে ৬ হাজার রান করেন তিনি। একমাত্র বিরাট কোহলি তাঁর চেয়ে কম ইনিংসে ওই কীর্তি গড়েছেন।

ভারতের সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স হতে চলেছে প্যারা অলিম্পিকে

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ গ্রীষ্মকালীন প্যারিস অলিম্পিকে সোনার পদক পায়নি ভারত। তবে প্যারা অলিম্পিকে সেই ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন প্যারা অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতের অ্যাথলিটরা। এবারের প্যারা অলিম্পিকে মোট ৮৪ জনের ভারতীয় দল প্যারিসে গেছে। ভারতীয় দলের প্রধান কোচ সত্যনারায়ণের বিশ্বাস, প্যারা অলিম্পিক থেকে অন্তত পাঁচটি সোনা জিতবে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। সবমিলিয়ে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ১২টি পদক আনবেন ভারতের ঘরে। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলিটরা যে ভিলেজে থাকতেন, প্যারা অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলিটরাও সেখানেই থাকবেন। ভারত থেকে প্যারিসে উড়ে যাওয়ার পর অ্যাথলিটরা স্থানীয় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কয়েকটা দিন অনুশীলন করবেন। ভরতীয় দল নিয়ে কেন তিনি আত্মবিশ্বাসী? তাঁর কথায়, চলতি বছরের প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ৬টি সোনা, পাঁচটি রুপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরেছেন। তাই প্যারা অলিম্পিকেও ভালো ফলের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। উল্লেখ্য, প্যারা অলিম্পিকে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি আলাপচারিতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অ্যাথলিটদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে আছে। যেভাবে তোমরা এশিয়ান প্যারালিম্পিক ও টোকিও প্যারালিম্পিকে সাফল্য পেয়েছো, সেভাবেই এবারও নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করে সর্বকালের সেরাপারফরম্যান্স করো।

১৬ মাসের জন্য নির্বাসিত ভারতীয় দৌড়বিদ ভাবনা জাট

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ভাবনা জাট একজন বড় পর্যায়ের অ্যাথলিট। কিন্তু তাকে ১৬ মাসের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হল। নাডার তরফে তাঁকে ১৬ মাসের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। নিজের হোয়ার অ্যাবাউট ঠিক সময় মতো নাডার কাছে জমা দিতে না পারার জন্য তাকে এই শাস্তির মুখে পড়তে হল। নাডার আইনের ২.৪ ধারায় ভাবনাকে ১৬ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। ২০২২ সালে নাডার যে অ্যান্টি ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল তৈরি হয়েছিল তারাই এই শাস্তি ঘোষণা করেছে। নাডার তরফে গত আগস্টে সাময়িকভাবে ভাবনাকে নির্বাসন করার জন্য ২০২৩ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিযন্‌শিপে ভাবনা নামতে পারেননি। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট থেকে ভাবনার ১৬ মাসের নির্বাসন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারে রাতে নাডা এই ঘোষণা করেছে তাদের ওয়েবসাইটে।

সেমিফাইনাল ম্যাচে টিকিটের দাম কত

২৪ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার, ২৭ অগস্ট ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। খেলাটি কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। উভয় দল ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার জন্য লড়াই করবে। রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পঞ্জাব এফসিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে মোহনবাগান এসজি। নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ গোলে ড্র করলেও গোলরক্ষক বিশাল কাইথের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেভের সুবাদে পেনাল্টি শুটআউটে ৬-৫ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মেরিনার্স। ডুরান্ড কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মোহনবাগান তাদের শিরোপা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। মোহনবাগান এসজি এবং বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য তিনটি বিভাগের টিকিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্ট্যান্ড এ ১ (বাম), এ ১ (ডান), বি ১, বি ২, বি ৩, সি ১, সি ৩, ডি ১-এর জন্য ১০০ টাকা মূল্যের টিকিট ধার্য করা হয়েছে। ১৫০ টাকার টিকিট রাখা হয়েছে স্ট্যান্ড এ২ (বাম), এ ২ (ডান), ডি২-এর জন্য। ২০০ টাকার টিকিট কাটলে স্ট্যান্ড সি২-তে বসে ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবেন। এই টিকিটগুলি বিভিন্ন পছন্দ এবং বাজেটের সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে সরবরাহ করা হবে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম বেঙ্গালুরু এফসি সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিট অনলাইনে কিনতে পারবেন ভক্তরা। টিকিটগুলি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ উভয়ের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। দেরি করলে পরের টিকিট না-ও পাওয়া যেতে পারে। যাঁরা অফলাইনে টিকিট কিনতে চান, তাঁদের জন্য ক্লাব শীঘ্রই ঠিক কোথায় টিকিট পাওয়া যাবে তা ঘোষণা করবে। সাধারণত মোহনবাগানের ম্যাচের অফলাইন টিকিট সল্টলেক স্টেডিয়ামের বক্স অফিস এবং ময়দানের ক্লাব তাঁবু থেকে কেনা যায়। সেমিফাইনালের জন্য অফলাইন টিকিট বিক্রির বিষয়ে ক্লাবের আরও আপডেটের জন্য সমর্থকদের অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদিও অনলাইন টিকিটের সংগ্রহের পয়েন্ট গুলি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ক্লাবের পক্ষ থেকে যথাসময়ে আরও তথ্য জানানো হবে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আক্রমণভাগ গতবারের থেকেও বেশি ধারালো। চলতি ডুরান্ড কাপে প্রচুর গোল করেছে দল। ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে সেরা দল হিসেবে উঠে এসেছিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। গ্রুপ পর্যায়ের দুই ম্যাচে দলকে একটিও গোল হজম করতে হয়নি। কাশ্মীরের ডাউনটাউন হিরোজ কিংবা ভারতীয় বায়ু সেনার ফুটবল দল পঞ্জাব এফসির তুলনায় ধারেভারে অনেকটা পিছিয়ে। হিরোজ ও বায়ুসেনার ফুটবল টিম বাগানকে খুব একটা পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেনি।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব

প্রথমবার ব্রাজিল দলে 'ছোট মেসি' এস্তেভো

ব্রাসিলিয়া, ২৫ আগস্ট ঃ বয়স এখন মাত্র ১৭ বছর। এরই মধ্যে বিশ্বের বা। বা। ক্লাবগুলোর নজর কোছেন এস্তেভো উইলিয়ান। আর পালমেইরাস একাডেমির প্রধানের চোখে নেইমারের পর ব্রাজিলের সেরা ফুটবলার তিনি। তার রয়েছে দুর্দান্ত ড্রিবলিং দক্ষতা। তার জন্য ব্রাজিলে তাকে ডাকা হয় ' বা ছোট মেসি নামে। এই ছোটো মেসি এবার জায়গা করে নিলেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। আগামী মাসে একুয়েডর- (৬ সেপ্টেম্বর) ও প্যারাগুয়ের(১০ সেপ্টেম্বর) বিপক্ষে বিশ্বকাপের বাছাই ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য শুক্রবার ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ জুনিয়র দরিভাল। সেই দলে আছেন ছোট মেসি।

একুয়েডর ও পারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ব্রাজিল দলঃ গোলকিপার- আলিসন (লিভারপুল), এদেরসন (ম্যানচেস্টার সিটি), বেন্তো (আল নাস্র)

ডিফেন্ডারঃ দানিলো (ইউভেন্তুস), ইয়ান কুতো (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড), গিলেরমো আরানা (আতলেতিকো-এমজি), ওয়েন্দেল (পোর্তো), বেরাল্দো (পিএসজি), এদের মিলিতাও (রেয়াল মাদ্রিদ), গাব্রিয়েল মাগালেস (আর্সেনাল), মার্কিনিয়োস (পিএসজি)

মিডফিল্ডারঃ আন্দ্রে (ফ্লুমিনেন্স), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), গের্সন (ফ্লামেঙ্গো), জোয়াও গোমেস (উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড)

ফরোয়ার্ডঃ এন্দ্রিক (রেয়াল মাদ্রিদ), এস্তেভো উইলিয়ান (পালমেইরা), লুইস এইহিক (বোটাফোগো), পেদ্রো (ফ্লামেঙ্গো), রদ্রিগো (রেয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিউস জুনিয়র (রেয়াল মাদ্রিদ), সাভিনিয়ো (ম্যানচেস্টার সিটি)।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল বোল্টের রেকর্ড

ক্যুইন্সল্যান্ড, ২৪ আগস্ট ঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেল বোল্টের রেকর্ড! মাত্র ১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট গাউত আজ কুইন্সল্যান্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র ১০.২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার শেষ করে অ্যাটলেটিক দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন। ২০০৯ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার দৌড়ে বোল্ট এই রেকর্ড করেছিলেন ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে। এখন পর্যন্ত কোনও অ্যাথলিট বোল্টের এই রেকর্ড ভাঙতে পারেননি, যা করতে চলেছিলেন এই ১৬ বছর বয়সি অস্ট্রেলিয়ান তরুণ দৌড়বিদ। যার চিতাবাঘের মতো গতি সকলকে চমকে দিয়েছে।

জয় শাহ আইসিসিতে গেলে বিসিসিআই-এর দায়িত্বে কে?

২৪ আগস্ট ঃ জয় শাহ পরবর্তী আইসিসি চেয়ারম্যান হতে পারেন। আইসিসিতে যোগ দিলে বিসিসিআই সচিব হিসেবে তাঁর জায়গায় কে দায়িত্ব পাবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ অগস্ট। আগামী ১ ডিসেম্বর দায়িত্ব নেবেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান। ২০২৫ সালের অক্টোবরে মেয়াদ শেষ হওয়ার বাধ্যতামূলক তিন বছরের কুলিং অফ পিরিয়ড। জেনে নেওয়া যাক বিসিসিআই সচিব পদে জয় শাহের পরিবর্তে কাদের দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে- রাজীব শুক্লাঃ বর্তমান সহ-সভাপতি শুক্লা, যিনি রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদও। তাঁকে এক বছরের জন্য এই পদে থাকতে বলা হতে পারে। আশিস শেলারঃ মহারাষ্ট্রের বিজেপির প্রবীণ নেতা শেলার। যিনি বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং এমসিএ প্রশাসনের একটি বড় নাম। যদিও শেলার একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং বিসিসিআই সেক্রেটারি পদটি বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। তবে প্রভাবশালী নাম হওয়ায় তাঁকে এই দৌড়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অরুণ ধুমালঃ আইপিএল চেয়ারম্যানের বোর্ড চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ধুমল এবং শুক্লার মধ্যে অবস্থান অদলবদল করা সবচেয়ে সহজ উপায় হতে পারে। তবে প্রায়শই বিসিসিআই এমন কাউকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে যার নাম হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। রোহন জেটলি, অভিষেক ডালমিয়া, দিলশের খান্না, বিপুল ফাড়কে এবং প্রভতেজ ভাটিয়ার মতো তরুণ প্রশাসকদেরও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে বিসিসিআইয়ের এক প্রাক্তন সচিব বলেছেন, বিসিসিআইয়ের ক্ষমতা কাঠামো সাধারণত সিস্টেমে থাকা তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়। যার ফলে নতুন মুখের পক্ষে শীর্ষ পদ পাওয়া খুবই মুশকিল।

প্যারালিম্পিক নিয়ে বাড়িত চাপ নয়, টোকিওর পর প্যারিসেও পদকজয়ে আশাবাদী অবনী

২৪ আগস্ট ঃ টোকিও প্যারালিম্পিকে ইতিহাস গড়েছিলেন অবনী লেখারা। গতবারের মেগা ইভেন্টে জোড়া পদক জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। এবারও কি ফের সোনার সাফল্য পাবেন ভারতীয় রাইফেল শুটার। প্যারিস প্যারালিম্পিকে সম্ভাব্য পদকজয়ীর তালিকায় তাঁকে রাখছে দেশবাসী। যদিও অবনীর কাছে প্যারালিম্পিক আর পাঁচটা ইভেন্টের মতোই। টোকিও প্যারালিম্পিকে এসএইচ ১ ক্যাটাগরিতে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছিলেন অবনী। তার পর ৫০ মিটার থ্রি পজিশন রাইফেলে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ভারতের প্রথম মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে একটি প্যারালিম্পিকে জোড়া পদকজয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন অবনী। ঠিক যেভাবে চলতি বছরের প্যারিস অলিম্পিকের এয়ার পিস্তলে জোড়া পদক পেয়েছেন মনু ভাকের। অবনীও খুশি মনুর সাফল্যে। ২২

বছর বয়সি রাইফেল শুটার বলছেন, আমি গর্বিত যে আমরা দুজনেই শুটার। যখন আমি টোকিওতে দুটি পদক পেয়েছিলাম, সেটা ভারতের খেলাধুলোয় মহিলাদের অবদান নতুন করে লিখেছি। যেন একটা বাঁধন ভেঙে গিয়েছিল। মনুও এবার তাই করেছে। আশা করব, ভবিষ্যতে এরকম অনেক বাধা ভেঙে যাবে। ২৮ তারিখ থেকে শুরু প্যারিস প্যারালিম্পিক। সেখানের লড়াইয়ের জন্য কতটা প্রস্তুত অবনী? তিনি যদিও বাড়িত চাপ নিতে নারাজ। পরিষ্কার জানিয়েছেন, আমি যে কোনও প্রতিযোগিতাকে ট্রেনিংয়ের মতো করেই দেখতে চাই। ট্রেনিংয়ের সময় এমনভাবে প্রস্তুত হই, যাতে প্রতিযোগিতার যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি। ফলে আমি যখন কোনও টুর্নামেন্টে নামি, কখনই অনিশ্চয়তায় পড়ি না। যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, জয়ের প্রক্রিয়াতেই তিনি বেশি মনঃসংযোগ করছেন। বাকি অন্য কিছু নিয়ে আপাতত তিনি ভাবছেন না।

মোহনবাগান নিয়ে কী বললেন সুনীল ছেত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ গত শুক্রবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কেরালা ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করেছে বেঙ্গালুরু এফসি। যারফলে আগামী মঙ্গলবার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল খেলবে জেরার্ড জারাগোজার ছেলেরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ঘরের মাঠে মোহনবাগান যে কতটা ভয়ঙ্কর সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ম্যাচটা খুব একটা সহজ হবে সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন সুনীল ছেত্রী। কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঠিক এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'অন্যান্য ম্যাচ গুলির তুলনায় সেমিফাইনাল ম্যাচ অনেকটাই আলাদা। তাছাড়া সল্টলেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের বিপক্ষে খেলা যথেষ্ট কঠিন। আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে সেমিফাইনাল জেতার চেষ্টা করবো।' আরো বলেন, ' বৃহ সংখ্যক সমর্থক রয়েছেন। যারা যুবভারতীতে নিয়মিত দলের খেলা

দেখতে আসেন। তাঁদের উপস্থিতি দলের পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়াও মোহনবাগান যথেষ্ট ছন্দে রয়েছে। গতবছর তাঁরা ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন থেকেছে। তাঁর উপরে এবার ওদের ঘরের মাঠে খেলা। খুব একটা সহজ নয়। খুব শীঘ্রই আমরা এই ম্যাচের জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করবো।' উল্লেখ্য, গত ফুটবল সিজনে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স থাকেনি বেঙ্গালুরু এফসির। ডুরান্ড হোক কিংবা আইএসএল সব ক্ষেত্রেই হতশ্রী পারফরম্যান্স ছিল তাঁদের। সেই হতাশা ভুলে এবার ডুরান্ড জিতে নয়া মরসুম শুরু করার লক্ষ্য এই ফুটবল ক্লাবের।

আনোয়ারের অভাব কি ঢাকতে পারবেন মলিনা?

২৪ আগস্ট ঃ ডুরান্ড কাপের ১৩৩ তম সংস্করণের সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সাডেন ডেথের মাধ্যমে ম্যাচের মীমাংসা হয়েছে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল ছিল ৩-৩। মোহনবাগান যেমন তিনটি গোল দিয়েছে, তেমনই তিনটি গোল করেছে পঞ্জাব এফসি। পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে হোসে মলিনা জানিয়ে দিয়েছিলেন, মরশুম এখনও পুরো দমে শুরু হয়নি। ডুরান্ড কাপ যে দলের কাছে প্রস্তুতির মঞ্চ সেটা স্পষ্ট। মরশুম শুরু হওয়ার আগে ডুরান্ড কাপ। ফল শুধু মোহনবাগান নয়, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ কিংবা আই লিগ খেলতে চলা বহু দলের জন্যই এই টুর্নামেঃট আগামী দিনের জন্য নিজেদের তৈরি করে নেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম বিশেষ। ম্যাচের মাধ্যমে বোঝা যায় দলের দুর্বলতা কোথায়। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আক্রমণভাগ গতবারের থেকেও বেশি ধারালো। চলতি ডুরান্ড কাপে প্রচুর গোল করেছে দল। ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে সেরা দল হিসেবে উঠে এসেছিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। গ্রুপ পর্যায়ের দুই ম্যাচে দলকে একটিও গোল হজম করতে হয়নি। কাশ্মীরের ডাউনটাউন হিরোজ কিংবা ভারতীয় বায়ু সেনার ফুটবল দল পঞ্জাব এফসির তুলনায় ধারেভারে অনেকটা পিছিয়ে। হিরোজ ও

বায়ুসেনার ফুটবল টিম বাগানকে খুব একটা পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেনি। বাগানকে পরীক্ষার মুখে ফেলেছে পঞ্জাব এফসি। আলবার্তো, রদ্রিগেজ, টম আলড্রেডদের পরাস্ত হয়ে তিন গোল দিয়েছে পঞ্জাব এফসি। গত মরসুমে হেক্টর ইয়ুস্তের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন আনোয়ার আলি। ছিলেন ব্র্যান্ডন হামিল। আনোয়ার ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন। ফলত মোহনবাগানে দু'জন বিদেশি ডিফেন্ডার থাকলেও অভাব রয়েছে ভারতীয় ডিফেন্ডারের। দীপক টাংরি রয়েছে। রিজার্ভ দলেও রক্ষণভাগের একাধিক ফুটবলার রয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরকে কাজে লাগিয়ে হোসে মলিনা কি ঢাকতে পারবেন আনোয়ার আলির অভাব? উত্তর দেবে সময়।

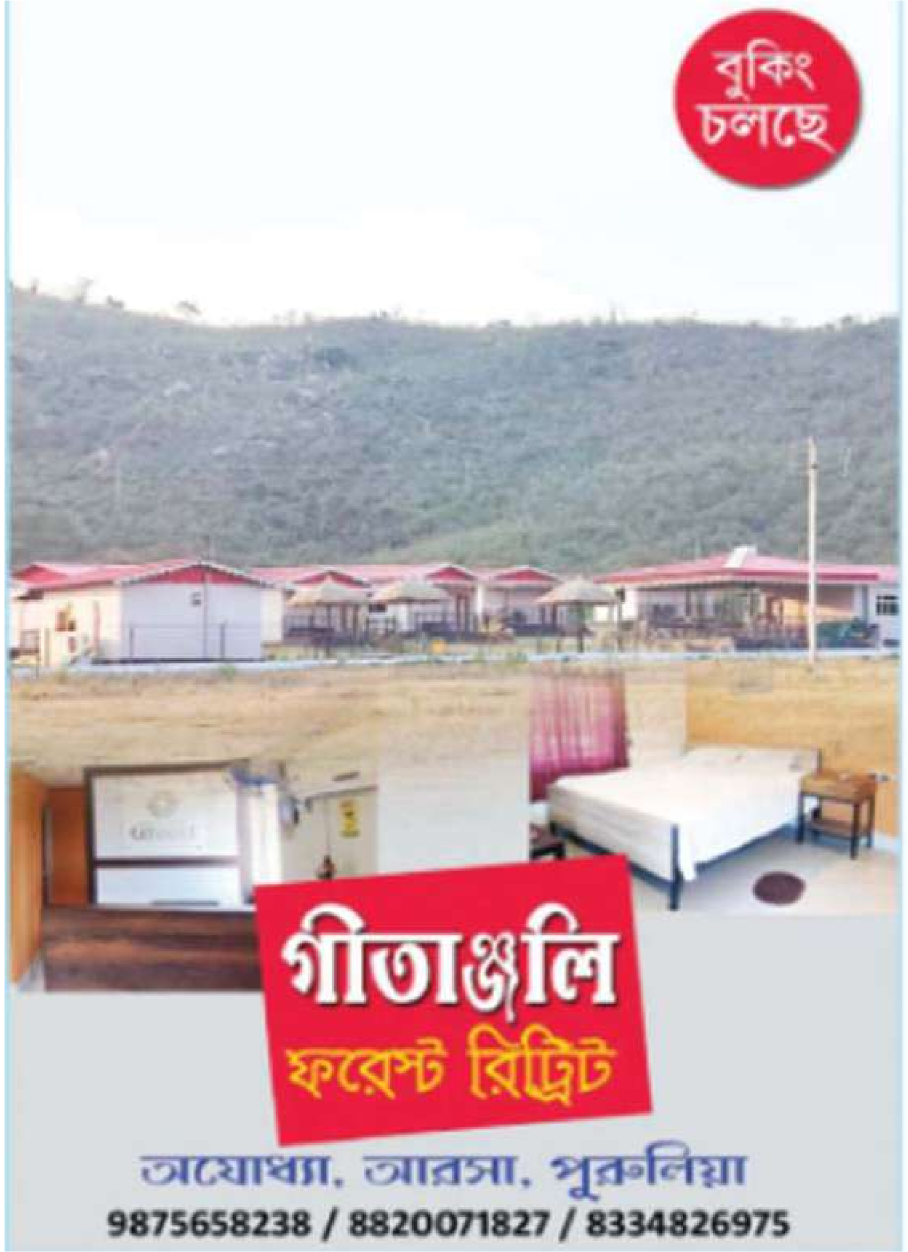

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com